সেই চেনা ছেলেটি

'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

প্রথম সংস্করণ :
৭ই জ্যৈষ্ঠ,
১৮৮৩ শকাব্দ

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা,
মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

উৎসর্গ

চন্দন রায়কে—

আমি একটি ছোট ছেলেকে চিনি। ধরো, আমি যেন তার সঙ্গে এক বাড়ীতেই বাস করছি। তাই, ওকে ভাল করে দেখা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। সেই ছেলেটির গল্প আজ তোমাদের শোনাই, এস।

নাম ধরো ওর তোমাদের মতই, একটা নাম—'খোকন' রাখলে কেমন হয়? ও তোমাদেরি মধ্যের একজন। ওর গল্প শুনতে শুনতে, আমার মনে হয়, তোমরা নিজেকে বার বার ওর মধ্যে খুঁজে পাবে।

খোকনের বাবার নাম অবিনাশ রায়। খোকনেরা তিন ভাই। বড় ভাইকে আমরা 'দাদা' বলব। ছোট ভাই বেজায় ছোট, ওর নাম চন্দন।

খোকন স্কুলে পড়ে, খোকনের দাদা কলেজে পড়ে। চন্দন বাড়ীতে মায়ের কাছে অ. আ. শেখে। অবিনাশবাবু অফিসে ভাল চাকুরী করেন।

দক্ষিণ কলিকাতায় খোকনের বাড়ী। পাশেই লেক। চারধারে গাছপালা থাকায় অনেকটা পড়াগাঁয়ের ভাব পাওয়া যায়। পাশের বাড়ীর প্রকাণ্ড পুকুর। গাদা গাদা হাঁস জলে ভাসে, আর পাড়ে ডিম পাড়ে। সে-বাড়ীর ছেলে অবু খোকনের বন্ধু। কিন্তু, অবুদের অ্যাল্‌সেশিয়ান কুকুর টমির দিকেই খোকনের ঝোঁক বেশী।

এই রকম একখানা বাড়ীতে হঠাৎ একদিন বেশ একটা নূতনত্ব এল।

সকালে উঠে খোকন দেখল, বাড়ীর সামনে একটা পুরনো—বড় ট্যাক্‌সি দাঁড়িয়েছে। ট্যাক্‌সি থেকে অনেক লাগেজ-পত্র নামানো হচ্ছে। পুরো-হাতা কাল জামা, সরুপাড় শাড়ী পরা এক দারুণ

রোগা ভদ্রমহিলা কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে মালপত্রের তদারক করছেন। তার বাবা সেখানে কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়ানো।

খোকনের পাশের বাড়ী জ্যাঠামশায়রা থাকেন। জ্যাঠ্তুতো বোন মঞ্জু রুক্ষু চুলের বিনুনী দুলিয়ে মনোযোগ দিয়ে দেখছে তাদের গাড়ী-বারান্দায় দাঁড়িয়ে। খোকনকে দেখে সদ্য ঘুমভাঙা চোখমুখ টেনে জবর ভেংচি কাটল।

কিন্তু, আজ খোকনের ভেংচি-যুদ্ধে নামবার সময় নেই। কে এলেন বটে? কোনদিন এঁকে তো দেখা যায়নি। ভদ্রমহিলার চেহারাটাও যেন কেমন-কেমন? দেখলেই হাসি পায়।

রোগা কালো মুখখানা, খিটখিটে। চোখে নিকেলের ফ্রেমে মোটা কাঁচের চশমা। কাঁচা-পাকা চুলে খোঁপা বাঁধা, সামনে পাতা-কাটা। আঁচল কাঁধের ওপর দিয়ে সামনে ঝুলিয়ে 'ব্রাহ্মিকা' কায়দায় পরা। ব্রুচ আঁটা। পায়ে কাল রঙের গোড়ালী-উঁচু জুতো, হাতে কালো হাত-ব্যাগ। চোখে পিটপিট করে দেখা অভ্যাস। ভারি মজার মানুষটি।

সামনের রাস্তায় টমি প্রাতর্ভ্রমণে বার হয়েছে। অবুর হাতে ধরা শিক্‌লি গলার। খোকন ঊর্ধ্বশ্বাসে নেমে এল দোতালার ঝুল বারান্দা থেকে একতলার সদরে। অবু আর টমিকে দেখে ও যেন মনে উৎসাহ পেল। কে এসেছে দেখা যাক।

সদর-দরজার আড়ালে মা মাথায় আঁচল টেনে ভীতু ভীতু ভাবে দাঁড়িয়েছিলেন। চন্দন ঘুম থেকে ওঠেনি। দাদা মুখ হাত ধুয়ে হেলেদুলে বাথরুম থেকে বা'র হয়ে আসছে।

"কে মা, ও কে?" দশ বছরের খোকন মাকে চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করল।

"চুপ, চুপ!" মা এদিক-ওদিক চেয়ে চাপা গলায় বল্লেন, "উনি তোমাদের পিসীমা হ'ন। তোমার বাবার দিদি।"

"এতদিন ছিলেন কোথায় ?"

"উনি কলকাতার বাইরে একটা আশ্রমে ছিলেন। তোমার দাদামশায়ের আমলে উনি ধর্মকর্মের জন্য আশ্রমবাসী হয়েছিলেন। দাদামশায় তো গোঁড়া সেকেলে লোক ছিলেন। মেয়েকে ত্যাগই করেছিলেন, বলতে গেলে। শুধু মাস-মাস টাকা পাঠাতেন। এখন তোমার বাবা তো অত টাকা মাসোহারা টানতে পারছেন না, তাই আমাদের কাছে থাকতে এলেন। তোমার বয়স যখন তিন, তখন একবার এসেছিলেন এক মাসের জন্যে। ছয় বছর বাদে আবার এলেন। পিসীমার কথা তো শুনেছই।"

খোকনের মনে পড়ে গেল, গতবছর দাদামশায়ের শ্রাদ্ধের দিনে লুচিমণ্ডার স্বাদ। মন্দ কি ? পিসীমাও বুড়ো হয়েছেন। শিগ্‌গিরই ওঁর অমনি একটা হয়ে যাবে।

খোকন সোৎসাহে বললে, "এখন বুঝি এখানে মারা যাবেন ?" মা চোখ পাকিয়ে বলে উঠলেন ধমকের সুরে, "ছিঃ, খোকন !"

মা সর্বদা খোকনকে শাসনে রাখবার চেষ্টা করেন। মায়ের ভয়, খোকনকে লোকে খারাপ ভেবে ভুল বোঝে। আজও লম্বা একটা বক্তৃতা শুনতে তৈরি হ'ল খোকন। কিন্তু, ওপর থেকে চন্দনের নাকিস্বরে 'মাঁ, মাঁ' ডাক তাঁকে ওপরে টেনে নিয়ে গেল। ঘুম থেকে উঠে চন্দন মাকে না দেখলে চটে আগুন হয় কিনা।

মায়ের হাত থেকে অত সহজে ছাড়ান পাবে খোকন ভাবেনি। অতি-আনন্দে তিন লাফে সে ট্যাক্‌সির ধারে হাজির হ'ল। ঠিক এই সময়ে টমি খোকনকে দেখতে পেয়ে মনের আনন্দে গলা ছেড়ে ডাক দিল। সে একখানা ডাকের মত ডাক !

টমির গলার আওয়াজ একেবারে কুকুরের ডাকের ধারে-কাছে যায় না। টমির ডাক পৃথিবীর একটা তাজ্জব। কিছুটা গাধার মত

'হ্যাঁকো-হ্যাঁকো'র সঙ্গে মেশান কুকুরের 'গর্‌র্' আওয়াজ। রাগ হলে হয় 'হ্যাঁকোর-হ্যাঁকোর'। আনন্দ হলে হয় 'হ্যানোর-হ্যানোর'। এখন বন্ধুকে দেখে আনন্দে 'হ্যানোর-হ্যানোর' হয়ে গেল। লাফাতে লাগল টমি গলায় শিকল-বাঁধা নিয়ে।

পিসী চমকে উঠলেন রব শুনে। কোমরের হাত তাঁর গালে উঠে গেল অবাক হয়ে। চোখে কম দেখেন, পিটপিট করে দেখবার চেষ্টা করতে করতে ভাইকে বললেন, "ও অবিনেশ, এটা আবার কি জন্তু? কুকুর-টুকুরের মতই তো দেখতে।"

অবু অপ্রতিভ হয়ে টমির শিকল ধরে হিড়্ হিড়্ করে টানতে টানতে নিয়ে গেল। খোকন 'হাঃ-হাঃ' করে বিকট স্বরে হেসে উঠল। সাক্ষাৎ কুকুর টমিকে আবার বড় মানুষ কেউ তুল করে নাকি?

বাবা ধমক দিলেন, "পিসীমাকে প্রণাম কর।—দিদি, এটি আমার মেজ ছেলে।"

পিসী দেখলেন খোঁচা-খোঁচা চুল, মোটাসোটা একটি ছেলে। খোকন একদৃষ্টে চেয়ে রইল পিসীর দিকে। পিসী একটু খুশী হয়ে বল্লেন, "বাঃ, বেশ নম্র ছেলেটি তো। কি নাম তোমার?"

বাবা পিসীর একশো একটি মাল চাকর-বাকরদের সাহায্যে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে যেতে ব্যস্ত ছিলেন, শুনতে পেলেন না। দাদা প্রণাম করে স্বচ্ছন্দে বলে দিলে, "ওর নাম? ওর নাম হচ্ছে, লোফার।"

'লোফার' কথাটার ইংরেজী মানে কোন একটা বাজে লোক। যে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, ঠিক ভদ্র নয়।

পিসী ভাইপোর নাম শুনে বিচলিত হয়ে পড়লেন। বলে উঠলেন, "ও কি নাম? ইংরেজী নাম তো লোকে রাখেই। প্রিন্স্ রাখো, ভিক্টর রাখো, জর্জি রাখো। তা না লোফার! এ আবার কি নাম!"

দাদা হেসে উঠল। মা চন্দনকে নিয়ে ফিরে এলেন। পিসীকে আদর-যত্ন করে বাড়ীর ভেতর ডেকে নিয়ে গেলেন। আর কথাবার্তা হ'ল না।

আমাদের মনে হ'ল দাদা খোকনের যথার্থ নামকরণ করেছে—লোফার। তাই আমরাও ভবিষ্যতে আমাদের গল্পে খোকনকে 'লোফার' বলেই ডাকবো।

দুই

পিসী আসবার পর কয়েকটা দিন বেশ কেটে গেল। শ্রীমান লোফার পাড়ার ক্লাবের খেলাধুলোর প্রতিযোগিতা নিয়ে মহা ব্যস্ত থাকাতে পিসীর দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে পারল না। সেটা পিসীর ভাগ্য বলতে হবে।

পিসীকে কোণের দিকের ঘরখানা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বহুদিন সংসারের বাইরে আশ্রমে বাস করার জন্য পিসীর চালচলন, ধরণ-ধারণ একটু অদ্ভুত। লোফারের ভারী মজা লেগে গেল। মা বলে দিয়েছিলেন, পিসীমা ধার্মিক মানুষ, সাদা জলে ধোয়া মন, সংসারের কিছু বোঝেন না। তায়, ধর্ম নিয়ে আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে দূরে থেকে থেকে কেমন বেখাপ্পা হয়ে গেছেন। বয়সও ঢের হয়েছে। লোফারের পিসীর কাছ থেকে সরে থাকাই ভাল। লোফারের তো গুণের ঘাট্‌তি নেই!

লোফার মনে মনে কর্তব্য ঠিক্ করে ফেলল যে, এহেন পিসীর সঙ্গে মেলামেশা দরকার। এমন ধরণের লোক সে আগে দেখেনি মোটে। মায়ের চোখে ধুলো দিয়ে লোফার পিসীকে চোখে চোখে রাখতে লাগল।

পৌষ মাস। খাওয়া-দাওয়ার পর মিষ্টি রোদে পিসী বসে আছেন। হাতে একটা উলের বোনা। বাড়ীতে চন্দন সব থেকে ছোট, বয়স চার। কিন্তু, পিসী, দেখা গেল, সদ্যোজাত শিশুর জন্য বুনছেন! মা-ও সেখানে বসে আছেন। লোফার একখানা বই হাতে বেতের চেয়ারে বসে পড়ল। যেন বইখানার ছবি দেখা ওর উদ্দেশ্য। আড়চোখ কিন্তু পিসীর দিকেই।

মা বললেন, "এটা কার জন্যে বুনছেন, দিদি?"

"অ্যাঁ!" পিসী যেন ধ্যান ভেঙে উঠলেন, "কি বলছ? কার জন্যে বুনছি? তাই তো, তাই তো! সত্যিই তো কার জন্যে বুনছি? এত ছোট জামা পরার লোক তো এই বাড়ীতে নেই। হায়রে কপাল!"

মা সান্ত্বনা দিলেন, "মঞ্জুর ভাইপো শোভনকে দিলেই হবে।"

"তা বেশ, তা বেশ! দেবার লোক পেলেই হবে। আমি আবার চুপ করে বসে থাকতে পারিনে। অলসতা মানুষের শত্রু।"

পিসীর মুখে নীতিকথা শুনে লোফার তার অভ্যাসমত বিকট স্বরে হেসে উঠল। পিসী চশমার মধ্যে দিয়ে লক্ষ্য করলেন,তারপরে জিজ্ঞাসা করলেন, "ওখানা কি বই?"

দেখা গেল লোফারের হাতে একখানা সিনেমার পত্রিকা। লোফার ফুটবল খেলার বিবরণ পড়বার আশায় বইখানা এনেছে। পিসী বড় দুঃখিত হলেন। বললেন, "আজকাল কি যে সব বই ছাপা হয়। এইটুকু ছেলের কি এখন এ বই পড়া উচিত? ছেলেপিলের নৈতিক চরিত্র নষ্ট হয়ে যায়। এই যে বইটা, 'কৃতাঞ্জলি', না কি"—

পিসী বইটার নাম ক্ষীণ দৃষ্টিতে ঠিক পড়তে পারেন নি। লোফার

হেসে গড়িয়ে পড়ল,—"হা-হা-হি-হি ! কি মজা ! কৃতাঞ্জলি ! পুষ্পাঞ্জলিকে কৃতাঞ্জলি বলছে"—

মা বললেন—"খোকন, অসভ্যতা কোর না।"

লোফার বলল—"কি মজা ! কৃতাঞ্জলি ! হা-হা !"

পিসী বোনা ফেলে অবাক হয়ে চাইলেন। হাসির হেতু তিনি খুঁজে পেলেন না।

মা বললেন—"খোকন। চুপ কর !"

লোফার বলল—"পুষ্পাঞ্জলিকে বলছে কৃতাঞ্জলি ! হি-হি !"

পিসী কোন কথা বললেন না, শুধু নাকের ডগা ওঁর লাল হয়ে গেল। বোনাটা গম্ভীরভাবে গুটিয়ে থলেতে ভরলেন। গম্ভীরভাবে লোফারের দিকে একবার চেয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

মা—"খোকন, তোমার জন্যে কি আমি পাগল হবো না দেশ ছেড়ে পালাব ! দেখলে তো, বুড়ো মানুষকে খামকা চটিয়ে দিলে ? যাও, মাপ চেয়ে এস।"

লোফার দুষ্টু হাসতে হাসতে বলল, "মাপ চাইতে হবে না। দেখো, বিকেলের মধ্যে আমি ওঁকে খুশী করে দেব।"

মা—"সে আবার কি ?"

"দেখো, দেখো।" বলতে বলতে লোফার সরে পড়ল।

অবুদের পুকুরের ধারে লোফার বসে আছে ভাবনায় ডুবে। জলে একটা ধাড়ি হাঁস নামা-ওঠা করছে। লোফারের চোখ সেদিকে।

অবু গুলি খেলতে ডাকছে। পুকুরের পাড়ে নরম জমির বুকে গুলি খেলায় খুব সুখ। পাড়ার ছেলেরা জুটেছে। অন্যদিন লোফার দলের সর্দার সাজে। আজ তার উৎসাহ নেই।

শম্ভু অবাক হ'ল, "ওরে, খোকনের কি হ'ল ?"

অবু তাড়াতাড়ি কাছে এসে কপালে হাত রাখল, "জ্বর এসেছে বুঝি ?"

এরা দু'রকম অসুখের সঙ্গে পরিচিত—জ্বর ও পেটের অসুখ। পেটের অসুখ হলে বাড়ীর ভেতর বন্দী থাকতে হয়। জ্বর হ'লে তবু লুকিয়ে রাখা চলে কিছুক্ষণ।

লোফার এক ঝট্‌কায় হাত ঝেড়ে দিয়ে বলল, "মরছি নিজের জ্বালায়। জ্বর এসেছে বুঝি ?"

"তোর আবার জ্বালা কি ? অঙ্কের ফল জানা গেছে বুঝি ?"

লোফারদের বাৎসরিক পরীক্ষার ফল বার হয়নি এখনও। অন্যান্য ফল কি হবে মা সরস্বতীই জানেন। তবে অঙ্কে যে কুপোকাৎ, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

"দুর্‌-দুর্‌! একটা হাঁসের ডিম আমি চাই।"

অবু কান চুলকোতে চুলকোতে বলে উঠল, "তবেই খেয়েছে ! সকালবেলা সমস্ত ডিম আমরা সেদ্দ করে খাই। আবার সেই কাল সকালে পাওয়া যাবে।"

"হাঁস কখন ডিম পাড়ে রে ?"

অবু বিপদে পড়ল, হাঁসের ডিম খাওয়া ছাড়া, ডিমের সঙ্গে যোগাযোগ তার নেই। তবে বন্ধুর কাছে খেলো হবার ভয়ে সে আমতা-আমতা করে বলল, "এই বিকেল-টিকেলে বাসায় ফিরে ডিম পাড়ে আর কি !"

কলকাতার পুকুর, রীতিমত ছোট। পাড়ে কিন্তু নানা শাকপাতা, ঝোপ-ঝাড় অবুর মা লাগিয়েছেন তরকারি পাবার আশায়। তাই জায়গাটা একটু জংলা। একপাশে হাঁসের কয়েকটা খোপ।

লোফার উৎসাহে বলে উঠল, "আরে, তাইতো ওই ধাড়ী হাঁসকে

চোখে রেখেছি। ও জল থেকে উঠলেই তাড়িয়ে বাসায় পাঠাব। তা'হলেই ও মস্ত ডিম পাড়বে।”

এবার অবু গুলি খেলা ছেড়ে আরও মজার খেলা পেল। দু'জনে তাড়া দিল, সেই হাঁস দৌড়ে এল প্যাঁক-প্যাঁক করে ঠোঁট উঁচিয়ে। ভয় পেয়ে ওরা বন্ধু টমিকে বাড়ীর মধ্যে থেকে ডেকে আনল।

টমি প্রথমে ওরা কি চায় বুঝে নিয়ে 'হ্যাঁকোর' 'হ্যাঁকোর' ডাকে পাড়া কাঁপিয়ে তুলল। হাঁস যদিও টমির সঙ্গে এক বাড়ীর বাসিন্দা, তবু ওই বিতিকিচ্ছি ডাকে সে-ও ঘাবড়ে গেল। টমির তাড়ায় হাঁস খোপে ঢুকল। কিন্তু, ডিম কৈ ?

এদিকে লোফার গাছপালা ডিঙিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ একটা আম গাছের নীচে একটা ডিম পেয়ে গেল। তখন প্রায় সন্ধ্যা, ছোট কালো মত ডিম একটা।

লোফার আনন্দে চীৎকার দিল, “হুররে, পেয়েছি, ভাই। একটু ছোট হলেও মন্দ নয়। হাঁসটা রাগে ফুলছে, ও আর ডিম দেবে না। এটা নিলাম আমি।”

অবু বলল, “ভেজে খাবি, না ? তা, মাকে বলবো কি ? মা আবার ডিম গুনে গুনে মিলিয়ে নেয়। হাড়-কেপ্পন !”

লোফার জিভ কেটে বলল, “মাকে বলিস না। আমাকে উনি হ্যাংলা ভাববেন।”

অবু বলল—“তাহলে বলা যাবে, টমি খেলা করতে করতে গিলে ফেলেছে।”

টমির উপর দোষ দেওয়া লোফারের ভাল লাগল না। সে বলল, “না, টমির দোষ দিস না, বলিস হুলো থাবিয়ে থাবিয়ে ভেঙে ফেলেছে।”

হুলো বেড়াল টমির সঙ্গে বাত্‌চিজ্‌ করে ফ্যাঁস্‌-ফ্যাঁস্‌ স্বরে।

সুযোগ পেলে ল্যাজ কামড়ে ছুটে পালায়। টমির বন্ধু হিসাবে লোফার বা অবু হুলোকে দেখতে পারে না।

লোফার জামার পকেটে ডিম নিয়ে বাড়ী ফিরে পিসীর ঘরে হাজির হ'ল। পিসী বিরস-মুখে উল বুনছেন। দাদা, মঞ্জু গল্প করছে সেখানে।

পিসী লোফারকে দেখে মুখখানা আরও একটু ভারী করলেন। লোফার পিসীর গা-ঘেঁষে বসে রাজ্যের আষাঢ়ে গল্প শুরু করল।

"জানেন পিসী, পাশের বাড়ীর পুকুরে রাজ্যের গোদা গোদা কচ্ছপ আছে। ব্যাঙ তাই ভয় পেয়ে ওখানে মোটেও থাকে না।—হা-হা-হি-হি !"

পিসী একবার লোফারের দিকে চশমার মধ্যে দিয়ে তাকালেন মাত্র। এবার লোফার শুরু করল,"জানেন পিসী, আমাদের শঙ্কু একদিন আমাকে ওদের পাড়ায় একটা বিয়ে দেখতে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। গিয়ে দেখি পাত্র কত ছোট ! এই দাদার বয়সী হবে। আর পাত্রী থুরথুরে বুড়ী। চুল শনের মত পাকা, দাঁত বাঁধানো। টাকার লোভে বর বিয়ে করেছে। হা-হা-হি-হি !"

মঞ্জু হেসে উঠল। পিসী হাতের বোনাটা নামিয়ে লোফারের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন,"হাসাতে চাও, হাসাও। মিথ্যা কথা বলছ কেন ? অন্যভাবে হাসাও।"

দাদা বলল, "গুল ছড়াবার আর জায়গা পাওনি নাকি ?"

পিসী বললেন, "ও সকালে আমার কথায় হেসেছিল, তাই এখন আমাকে হাসাবার চেষ্টা করছে, সেটা আমি বুঝি। শিশু তো, ভুল করে অনুতপ্ত হয়েছে।"

দাদা বলল—"ও জন্ম থেকে শিশু নয়।"

লোফার বললে—"কি ?" ছুটে ছবির অ্যালবাম নিয়ে এল।

অ্যালবাম্-ভরা লোফারের ছেলেবেলার ছবি। সগর্বে ছবি দেখিয়ে বলল লোফার, "এই ছবিগুলো কি? আমি জন্ম থেকে শিশু না হ'লে এগুলো এল কি করে?"

পিসী ফোটোগুলো দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, "ও তো ছেলেবেলায় ভালই ছিল দেখতে।"

মঞ্জু হাসতে হাসতে ছুটে অন্যদের খবর দিতে গেল। দাদা উত্তর দিল, "তা যা বলেছেন। এখন যে এমন হনুমান হয়েছে, আগে ভদ্রলোকের মত ছিল।"

লোফার মর্মাহত হ'লেও চুপ করে রইল। সে মাকে কথা দিয়েছে পিসীকে খুশী করে দেবে।

দাদা পড়ার ঘরে চলে গেল। তখন লোফার পকেট থেকে ডিম বা'র করে হাতে দিল পিসীর, "আপনার জন্যে এনেছি। ভেজে খাবেন।"

পিসী ক্ষীণদৃষ্টি মেলে দেখলে ডিমটা, "এটা কোন দেশী মুর্গির ডিম? এতো ছোট?"

"মুর্গি না, হাঁসের ডিম। ছোট হাঁস, তাই ছোট হয়েছে। আমি ঠাকুরকে দিয়ে আসি। আপনাকে রাত্রে ভেজে দেবে।"

পিসী খুশী হলেন তাঁর প্রতি লোফারের দরদ দেখে।

রাত্রে ঠাকুর তাড়াতাড়ি ছোট মুর্গির ডিম ভেবে ডিমটাকে ভেঙে অবাক। কড়াইতে কালো ধোঁয়াটে নাল্‌সে মত কি পড়ল। দুর্গন্ধে ঘর ভরে উঠল। ঠাকুর মাকে ডেকে দেখাল।

মা অবাক, "এ কি? এটা পায়রা না কিসের ডিম? কে আনল?"

লোফারকে জেরা করায় লোফার স্বীকার করল—সন্ধ্যার অন্ধকারে সে অবুদের ঝোপ থেকে কুড়িয়ে এনেছে ডিম। তবে উপহার পেয়ে পিসী খুশী হয়েছেন।

মা বললেন, "ছি, ছি! যদি ঠাকুর না দেখে-শুনে ভেজে পিসীকে দিয়ে দিত? বিষাক্ত ডিম খেয়ে পিসীর যদি কিছু হ'ত, তাহলে?"

লোফার বলল—"প্রথম দিন তাই বলতে চেয়েছিলাম, তুমি থামিয়ে দিলে। পিসী বুড়ো হয়ে এখানে মরতে এসেছেন তো?"

মা বললেন—"খোকন! লজ্জাও করে না?"

লোফার সরে পড়ল। মা বাজারে লোক পাঠালেন হাঁসের ডিম কিনে আনতে।

তিন

ডিম উপহার দেবার পরে লোফারের দিকে পিসীর দরদ দেখা দিল। তিনি ধরে নিলেন লোফার আকাশের দেব-শিশু। লোফারের দুষ্টুমি ভুল মাত্র। লোফারকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিলে লোফার উঁচুদরের একটা লোক হবে।

পিসীর সঙ্গে লোফারের আলাপ জমে উঠল। পিসীর অদ্ভুত ধরণ-ধারণে লোফারের কৌতূহল হ'ত। সে পিসীর দিকে চোখ রাখত সব সময়। পিসী সেটা ভাইপোর ভালবাসা বলে ধরে নিতেন।

পিসী একটু ধার্মিক গোছের মানুষ। সারাদিন এটা-ওটা নিয়ে কাটত পিসীর। রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পরে শোবার সময় ইংরেজদের মত তিনি একটু প্রার্থনার ভাবে ধর্মের গান গাইতেন।

ভাঙ্গা-গলায় বুড়ো পিসী চোখ বুজে রাত্রি প্রায় দশটায় ধর্মসঙ্গীত গাইছেন—

ভবসাগর করবি পার
এমন আছিস কোন্ বা নেয়ে ?
পাপীর দল সারি সারি—
(আয়রে). আয়রে তুই জোরসে ধেয়ে।

সঙ্গে পিড়িং পিড়িং স্বরে একতারাটি বাজত। একতারা দেয়ালের গায়ে ঝুলনো থাকত।

রাত্রে পিসীর ঘরে গান-বাজনা হয়। লোফার ব্যস্ত হয়ে উঠল, কেমন করে শোনা যায়। পিসীর গলার সুর বয়েসে খুবই ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। বাইরে উকিঝুঁকি দিয়ে লোফার ভাল করে শুনতে পেল না। তাই সে একদিন পিসীর ঘরে আলমারীর পেছনে লুকিয়ে রইল। ব্যাপারটা কি ভাল করে দেখা যাবে।

পিসী কাঁপা-গলায় গান ধরেছেন একতারার তারের সঙ্গে—

স্বর্গ থেকে, প্রভু এস, পুণ্য আলোর স্রোতে ;
পাপীতাপী খাবি খেয়ে আছি কোন মতে।

পিসীর গান শুনে লোফারের হাসি পেল। বুড়ো মানুষ এমন ভাবে গান গাইতে পারেন ! লোফার হাসি চাপতে যেয়ে আলমারীর আড়ালে ছট্‌ফট্ করতে লাগল।

খসখস আওয়াজ হচ্ছে। রাত্রি বেলা চারিদিকে চুপচাপ। পিসী যতই না কেন ভাবের সঙ্গে চোখ মুছে ধর্মের গান করুন, তাঁর কানে শব্দ গেল।

পিসী চোখ খুলে চারদিকে চেয়ে দেখলেন। আলমারীর আড়ালে লোফার। পিসীর খাটো চোখে ধরা পড়ল না। কিন্তু, খসখস আওয়াজ নির্ভুল।

পিসী গান বন্ধ করে ফেলেছিলেন। এখন একতারাটি নামিয়ে দোরের পাশে গেলেন। চড়া-গলায় ডাকলেন, "অবিনেশ, ও অবিনেশ, একবার এধারে এসো।"

বাবা তখনও শোননি, ঘরে ঢুকেছেন মাত্র। সাড়া দিলেন, "কি হ'ল তোমার ?"

লোফার বিপদ গণলো। পিসী দোরের কাছে গ্যাঁট হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে পাশ কাটিয়ে বার হওয়া যাবে না। অথচ বাবা হয়তো এখনি এসে পড়বেন। ব্যস্ততায় লোফারের ছটফটানি আরও বেড়ে গেল। পিসী কান খাড়া করে শুনে হাঁক দিলেন, "আমার ঘরে, দেখ, কে এসেছেন।"

বাবা—"কে এসেছেন ? চোর নিশ্চয়। তুমি বার হয়ে এস। আমি লাঠিটা নিয়ে যাচ্ছি।"

পিসী—"না। আমি গেলে চলবে না। বোধ হয় কোন মুক্ত-আত্মা এসেছেন আমার প্রার্থনা শুনে। হয়তো তাঁর আমাকে দিয়ে দরকার আছে।"

বাবা—"হুঁ !" কথা না বাড়িয়ে একখানা মোটা লাঠি নিয়ে তিনি উপস্থিত হলেন চোরের সন্ধানে। এধার-ওধার খুঁজতে খুঁজতে তিনি ডাকলেন, "বেরো, বেটা। চুরির আর জায়গা পাওনি ?" ঘরে যে অন্য কোন লোক উপস্থিত আছে, তিনিও বেশ বুঝতে পারছিলেন।

পিসী দুঃখিত হয়ে বললেন, "ছি, ওই রকম ভাবে কথা বোল না, অবিনেশ। আমাদের ভাগ্যি যে স্বর্গ থেকে আত্মা নেমে এসেছেন। কাউকে দেখা যাচ্ছে না, অথচ শব্দ আসছে কানে। ধর্মের এমনি শক্তি, অবিনেশ। রোজ রোজ ভগবানকে ডাকলে অনেক কিছুই পাওয়া যায়।"

বাবা—"কি যে বল, দিদি ? দাঁড়াও, চোর ব্যাটাকে বা'র করছি। দেখি, আলমারীটার পেছনে দেখি।"
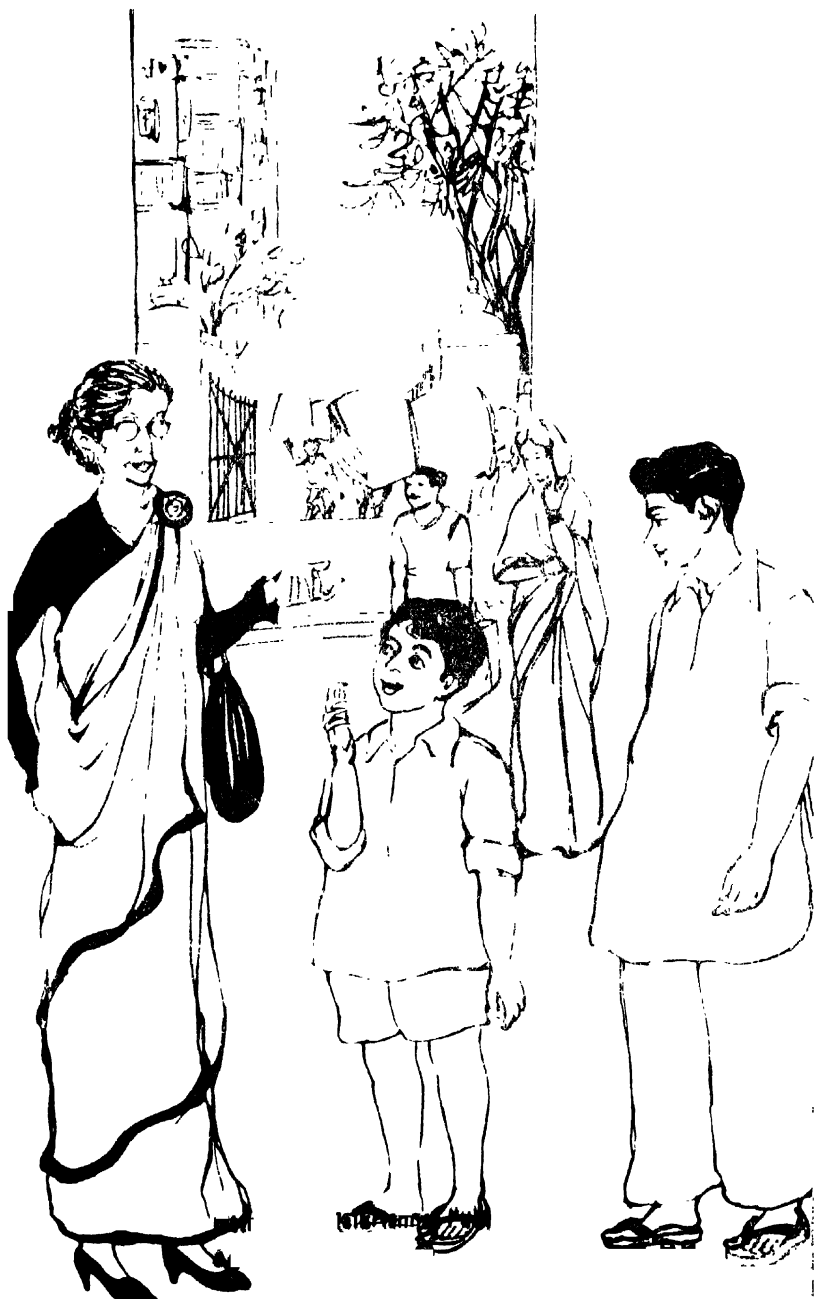
বাবা আলমারীর পেছন থেকে কানে ধরে লোফারকে টেনে বা'র করে আনলেন।

বাবা—"শয়তান ছেলে! রাত্তির বেলা বুড়ো পিসীকে ভয় দেখাতে এসেছ, না? চাবুকের চোটে তোমার রস ঘুচিয়ে দিচ্ছি আমি।"

লোফার বেগতিক দেখে কাঁদোকাঁদো হয়ে বলল, "আমি গান শুনতে এসেছিলাম।"

পিসী লোফারের কথা বিশ্বাস করে বললেন, "বেশ তো, বেশ তো। আহা, ওর মনে ধর্মভাব হয়েছে।"

বাবা চটে যেয়ে বললেন, "ধর্মভাব না হাতি! চোরের মত লুকিয়ে গান শুনতে কেউ আসে নাকি? তুমিও যেমন দিদি, ওর কথা বিশ্বাস কর?"

পিসী বললেন—"কেন করব না, অবিনেশ? শিশু তো ভুল করে বোঝে না। ওর ইচ্ছা আছে। আমি রোজ ডাকব গানের সময়।"

তারপর থেকে রোজ রাত্রে লোফার যেত পিসীর প্রার্থনার সময়। একজন শোনাবার লোক পেয়ে পিসী দ্বিগুণ উৎসাহে ভগ্ন-গলায় ভগবানকে ডাকাডাকি করতেন। পিসীর ধারণা হয়ে গেল লোফার ভাল হতে চায়। পিসী লোফারকে ধর্মের গান শুনিয়ে ভাল করছেন ভেবে মহা খুশী। বিশেষতঃ, লোফার নিয়ম করে রোজ যেত দেখে পিসীর আনন্দ ধরে না।

লোফার একটা মজা পেয়ে গেল। লোফারের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা সময় কাটাবার খেলা মাত্র। সময় লোফারের কাটতে চায় না যে। তাই লোফার রোজ যেত। গান শুনে হাসত মিটমিট করে। পিসী চোখে কম দেখেন বলে লোফারের হাসি দেখতে পেতেন না।

লোফারের সঙ্গে এইভাবে পিসীর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হ'ল।

চার

এইবার স্কন্ধকাটা সরস্বতীর কথা বলা যাক।

লোফারের দলবল মিলে অবুদের পুকুরপাড়ে প্রতি বছর একটা পূজো করত—সরস্বতী পূজো। পাড়ার লোকেরা দিন-তিনেক ঘুমোতে পারত না। কাঁসর-ঘণ্টা, ঢাক-ঢোল থেকে টিনের ক্যানেস্তার পর্যন্ত পিটিয়ে মহা ধুমধামে পূজো হ'ত। কিন্তু, তবু সরস্বতী লোফারদের দিকে মুখ তুলে তাকাতেন না। পরীক্ষার ফলে দেখা যেত সকলেই অসুবিধা করে রেখেছে।

পুকুরের পাড়ে তাঁবু খাটিয়ে আয়োজন হয়েছে। পুরনো তেরপলের নীচে গ্যাস্-বাতি জ্বলছে। সামনে আলো, চারদিকে অন্ধকার। আজ মায়ের বোধন। শঙ্কু মাথায় হাত দিয়ে খালি মণ্ডপে বসে আছে। লোফার, অবু, অরু, সকলে বাজার করতে গেছে।

'বাজার করা' কথাটার একটু আলাদা মানে আছে। প্রায়ই বাজারের শেষের দিকে টাকা-পয়সার ঘাটতি হ'ত। তাই তারা কিছু কিছু জিনিস নানাভাবে সংগ্রহ করবার তালে থাকত। পাড়ার গাছের ফুল বা ফল এটা-ওটা যোগাড় হ'ত নানা উপায়ে। পূজোর কাজ ধর্মের কাজ। দোষ ধরলে চলে না। তারা নিশ্চিন্ত ছিল।

মোটকা চন্দন হেলে-দুলে মঞ্জুর হাত ধরে এল পূজোর আয়োজন দেখতে। এ পর্যন্ত প্রতিমার দেখা নেই। চাঁদা বেশী ওঠেনি। প্রতিমা কেনা হয়নি এখনও। লোফারেরা যোগাড়ে গেছে।

"পতিমা কই ?" আধো-আধো স্বরে চন্দন বলল।

"তোমার দাদারা আনতে গেছে।" শঙ্কু জানাল।

"কেমন পতিমা আথবে ? হাত বেঁকা-বেঁকা. না ?"

সরস্বতী প্রতিমার বাঁকা করে রাখা হাত চন্দন দেখাল। মঞ্জু হাসতে লাগল। তাদের হাসি-কথার আওয়াজে পুকুরপাড় এতক্ষণে জমাট হ'ল।

হাঁপাতে হাঁপাতে অরু এল পিকুর সঙ্গে একবোঝা বাঁশ নিয়ে। শঙ্কু লাফিয়ে উঠল, "কোথায় পেলি রে?"

"পেয়েছি চেয়ে-চিন্তে। অবুদের বাড়ী থেকে হাত-দা চেয়ে আন না। হাঁ করে বসে আছ যে বড়?"

"কি করব, শুনি? ছুটোছুটি? জিনিসপত্র কিছু যোগাড় নেই, তায় লম্বা লম্বা কথা!" শঙ্কু গজগজ করতে করতে চলল বাড়ীর মধ্যে।

মঞ্জু অবাক হ'ল, "কি হ'বে এত বাঁশ দিয়ে?"

"আমরা তোরণ বানাবো। রাস্তা থেকে দেখা যাওয়া চাই। নইলে লোকজন আসবে কেন?"

তারপর, বাঁশ কাটার খটাখট শব্দে কথাবার্তা ডুবে গেল। চন্দনকে বাড়ী থেকে দুধ খাওয়াবার জন্য ডাকতে এল। সে কিছুতে গেল না। দাদারা কি বাজার করে আনছে না দেখা পর্যন্ত সে নড়বে না।

মঞ্জুর বাবা দয়া করে গাড়ীখানা ধার দিয়েছিলেন। তাই নির্বিঘ্নে একটা মাঝারি-সাইজের প্রতিমা এসে গেল। লোফার গাড়ী থেকে নামল যেন যুদ্ধ জয় করে এসেছে। ভাঙা চৌকি বেঢকভাবে ঢেকে প্রতিমা বসানো হ'ল। লোফার একবার পিছিয়ে একবার এগিয়ে মা'কে দর্শন করতে গিয়ে টমির ল্যাজ বেজায় মাড়িয়ে দিল। টমি বেচারী লোফার ও অবুর সাড়া পেয়ে এসেছিল। মানুষের মত দুইপায়ে ভর দিয়ে একবার-দু'বার সে প্রতিমার কাছে গিয়ে দর্শনও করেছে।

ল্যাজের যন্ত্রণায় টমি সারা জায়গাটা একবার চক্কর দিয়ে ডেকে উঠল, প্রথমে রাগের মাথায় 'হ্যাঁকোর হ্যাঁকোর', শেষে করুণ কান্না-জড়ানো 'হ্যানোর-হ্যানোর'! অনুতপ্ত লোফার টমির গলা জড়িয়ে সান্ত্বনা দিল, "টমি কাঁদিস না; আমি তোর ল্যাজ দেখতে পাইনি, ভাই।"

মঞ্জু অবাক হয়ে বলল, "ওমা, কি অদ্ভুত! কুকুরকে আবার 'ভাই' বলে কে? আর খোকন, ঠাকুরের গায়ে ওই হাত দিয়ে কুকুরের গায়ে হাত দিচ্ছ যে? আবার ঠাকুরের গায়ে ওই হাত দেবে?"

লোফারকে বিপদ থেকে মুক্তি দিল শঙ্কু, "তাতে কি? এখনও তো ঠাকুরের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়নি।"

মঞ্জু পাকা গিন্নীর মত বলল, "কাল দেখো যেন টমি কিছু ছুঁয়ে না ফেলে। তাহ'লে কিন্তু সব নষ্ট হ'বে।"

স্বভাব যাই হোক, লোফারদের ভক্তির অভাব ছিল না। লোফার মুখ ফ্যাকাশে করে অবুকে বলল, "কি হবে ভাই? টমি যদি ছুঁয়ে ফেলে কিছু?"

অবু বলল, "ভয় কি? ওই গাছের গোড়ায় টমিকে চেনে বেঁধে রেখে দেব। ওর পূজো দেখাও হবে, ছুঁতেও পারবে না।"

টমির বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে লোফার তোরণ তৈরি তদারক করতে গেল। একবোঝা লাল-নীল কাগজও ওরা কিনে এনেছে।

মঞ্জু বয়সে এদের চেয়ে বেশী বড় না হ'লেও মেয়ে তো। কাজেই একটু গেরস্থালি বুদ্ধি আছে। সে বলল, "পূজোর যোগাড় কোথায়? ফলমূল চাই, ফুল বেলপাতা চাই।"

প্রতিমা কেনবার পর লোফারেরা ফতুর হয়ে গেছে। চাঁদা যা উঠেছিল, শেষ হয়ে গেছে। নিজেদের পকেট-মানি বা হাতখরচ উড়েছে। একজনের নূতন বাড়ী তৈরি হচ্ছিল। কানাচ থেকে

বাঁশ সরিয়ে ফেলেছে অরু আর পিকু দু'জনে মিলে। ভোরের অন্ধকারে পাড়ার গাছ-গাছালি থেকে ফুল-পাতার যোগাড় হবে। চেয়ে, বা না চেয়ে, অন্য কিছু কিছু তারা আনতে পারবে। পূজোর ফলফুলরি নৈবেদ্য তো চাই। পুরুতের দক্ষিণা? কোথায় পাবে, কে আর চাঁদা দেবে?

লোফার নেতা এদের। তাই লোফারের দিকে সকলে চেয়ে রইল। লোফার অগাধ জলে পড়লেও মুরুব্বিয়ানা ছাড়বে কেন? খুব একটা হাম্‌বড়া ভাব দেখিয়ে বলে উঠল, "ঠিক আছে। ঠিক সময়ে যা যা দরকার আসবে।"

পাতলা পিকু ততক্ষণে বাঁশে পা দিয়ে উঠে তরতর করে লাল-নীল কাগজ-জড়ানো বাঁশের ফটক সাজিয়ে ফেলেছে। অবু বাঁশ কাটছে। শঙ্কু নারকেলের দড়ি দিয়ে ক'ষে বাঁধছে। সারা জায়গায় ব্যস্ততার ভাব। মণ্ডপে প্রতিমা হাসছেন।

পিকু মাঝে মাঝে বাঁশের মাথায় হেলে-দুলে উঠতে লাগল। তৎক্ষণাৎ চন্দন দু'হাতে তালি বাজিয়ে বলে ওঠে, "গেল! গেল!" চন্দন দুধ খেতে যাচ্ছে না, তাই মা নিজে ওকে নিতে এলেন। লোফারের মাকে দেখে অবুর মা-ও বাড়ীর ভেতর থেকে পৌঁছলেন।

"কেমন ঠাকুর হয়েছে?" সকলে জিজ্ঞাসা করল।

"বেশ ভালই দেখছি। ভোগের ব্যবস্থা করেছ তো?"

মঞ্জু বলল, "কি করেছে তা-তো দেখতেই পাচ্ছেন, কাকীমা। বাঁশ আর লাল-নীল কাগজ ছাড়া কিছুটি দেখতে পাচ্ছি না।"

লোফারের মা বললেন, "দেখ তো কাণ্ড। যত ছেলেমানুষ জুটেছে একসঙ্গে। আচ্ছা, আমি ভোগ রান্না করে পাঠিয়ে দেব। খিচুড়ি, কপির ডালনা, ভাজা, চাটনী।"

অবুর মা দেখলেন এক্ষেত্রে তাঁরও কিছু দেওয়া উচিত, বিশেষ

করে যখন ঠাকুর তাঁরই দোরে এসে বসেছেন। তিনি তাড়াতাড়ি যোগ দিলেন, "আমি দেব দই-মিষ্টি আর ফলপাকোড়।"

লোফারেরা উৎসাহে নেচে উঠল। এইভাবে ভগবান তাদের দিকে মুখ তুলে চাইবেন কে জানত? এখন দক্ষিণা আর এটা-ওটা বাবদ গোটা চারেক টাকার যোগাড় হলেই হয়। মাইক ভাড়া তারা না-ই করতে পারুক, ঘণ্টায় ঘণ্টায় নিজেরা গান-বাজনা করে আসর জমিয়ে রাখবে।

চন্দনকে নিয়ে লোফার-জননী চলে গেলেন। অবুর মা-ও বাড়ীর মধ্যে ঢুকলেন। লোফারের এখন বুক-ভরা আশা। মায়েরা যদি এমনিভাবে এগিয়ে আসেন, তবে অন্যেরা নয় কেন?"

লোফার চাপা-সুরে অবুকে বলল, "একবার পিসীকে ট্রাই নেব?"

"চেষ্টা করে লাভ কি? পিসী কি দেবে?"

"বলা যায় না। ইচ্ছে হলে দেবে। পিসী কিরকম লোক বোঝা শক্ত। তুই এদিকে দেখাশোনা কর। আমি চেষ্টায় বেরুই।"

বাড়ীতে ঢুকবার মুখে দেখা হয়ে গেল দাদার সঙ্গে। যদিও পিসী লোফারের লক্ষ্য, তবু দাদাকেও একবার দেখা যাক। কর্কশ গলার সুর মিহি করে লোফার সরু গলায় দাদাকে আপ্যায়িতের উদ্দেশে জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় যাচ্ছ? শরীরটা তো ভাল দেখাচ্ছে না?"

দাদা সন্দেহের দৃষ্টি মেলে তাকাল, "কি মতলব, লোফারচন্দ্র, বলেই ফেল না। অত ভনিতার দরকার কি?"

লোফার আমতা আমতা করে বলল, "না—"এই বলছি কি, এ বছর তোমার বি-এ পরীক্ষা তো?"

"তাই কি—?"

"মানে, সরস্বতী পূজো করলে বিদ্যে বাড়ে"—

"ওঃ। তা, আমার কাছে কোন সুবিধা হবে না। আমার হাতে

পয়সাকড়ি নেই। এমন 'কাবুলিওয়ালা' ছবিখানা পর্যন্ত পয়সার অভাবে দেখতে পারছি না।" দাদা বেরিয়ে চলে গেল। লোফার পিসীর দরবারে উপস্থিত হ'ল।

পিসী বারান্দায় একা বসেছিলেন। সাধারণতঃ এ সময়ে লোফারের মা-বাবা বসে গল্প-সল্প করেন। আজ মা কাজে ব্যস্ত, বাবা অফিস থেকে এখনও ফিরতে পারেন নি। সুতরাং পিসী একা-একা বোধ করছিলেন। লোফারকে দেখে মহা খুশী হয়ে উঠলেন।

"এসো খোকন, বসো।"

"আর বসবার সময় কোথায়? যা কাজ পড়েছে।" লোফার হাত-পা ছেড়ে পিসীর পাশে এলিয়ে পড়ল।

পিসী বিড়্ বিড়্ করে নিজের মনে বললেন, "কাজ কাজ করেই সকলে মরল! বৌ কাজ নিয়ে সংসারে আট্কা। অবিনেশ টাকার ধান্দায় কাজ নিয়ে অফিসে পড়ে রয়েছে। হায়রে জগৎ! এইটুকু শিশু পর্যন্ত কাজের চাকায় বাঁধা।"

পিসীর কথার খেই ধরে, লোফার সুযোগমত বলে উঠল, "টাকা ছাড়া মানুষের কিন্তু কোন কাজই চলে না।"

লোফারের মুখে এমন দার্শনিক বুলি শুনে পিসী চশমার আড়ালে চোখ পিটপিট করতে করতে তাকালেন। লোফার উৎসাহিত হয়ে বলে চলল, "সেদিন আপনি বললেন, সর্বদা ভাল কাজ করার চেষ্টা করবে। আমি যথাসাধ্য ভাল কাজ করতে চাই। কিন্তু, সামান্য টাকার জন্যে আটকে পড়ি।"

পিসী সোজা হয়ে বসলেন, তাঁর দুই চোখ আগ্রহে জ্বলে উঠল, "কি কাজ ঠেকে গেছে, শুনি?"

"এই ধরুন না, সরস্বতী পূজো। পূজো-আর্চা ভাল কাজ। কিন্তু আমরা পেরে উঠছি না।"

পিসী আবার চেয়ারের গায়ে নেতিয়ে পড়লেন, জ্বলজ্বলে চোখ নিভে গেল। উৎসাহহীন গলায় বলে চললেন, "পূজো! কিন্তু, কিসের পূজো তোমরা করছ? এমনি অবোধ যে জান না, বেদান্তের ধর্ম কত বড়। ভগবানকে টুকরো-টুকরো করে পুতুলখেলা তোমার কাছে অন্ততঃ আশা করিনি।"

লোফার অবাক হয়ে চেয়ে রইল। পিসীর মনোভাব দেখে শুধু নয়, পিসী যে তার কাছে বড়দরের কিছু একটা আশা করেন, তাই জেনে। আজ পর্যন্ত কই কেউ তো তার সম্বন্ধে কোন আশা রাখে নি। আবার তাদের শেষ ভরসা পিসীর দ্বারা আশা পূর্ণ হবে না বুঝতে পেরে মনটা তার হতাশায় ভরে গেল।

পিসী লোফারের হতাশ মুখের দিকে চেয়ে নরম গলায় বললেন, "আহা, এরা জানে না এরা কি ভুল করছে। আচ্ছা, আমি তোমাদের পূজোয় সাহায্য না করলেও মিষ্টি খাবার জন্যে যৎসামান্য কিছু দিচ্ছি। কিন্তু, একটি কথা দিতে হবে, পূজোয় আমার এক পয়সা খরচ করতে পারবে না। তাহ'লে আমি আদর্শচ্যুত হব।"

লোফার পিসীর আদর্শ না বুঝেই আনন্দে রাজী হ'ল। পিসী উঠে ঘর থেকে লোফারকে এনে দিলেন—একটি দশ টাকার নোট।

লোফার এতটা আশা করে নি। 'যৎসামান্য' শুনে সে ভেবেছিল এক টাকা কি দু'টাকা। এখন সে আনন্দে অধীর হ'ল। পিসী আবার সাবধান করলেন, "দেখো, পূজো বাবদ কিন্তু এই দশ টাকার একটি পয়সাও যেন খরচ না হয়।"

তারপর? ভোর হবার অনেক আগে অন্ধকার থাকতে থাকতে লেপের আরাম ছেড়ে ওঠা। আজ বসন্ত-পঞ্চমী। কিন্তু, কোথায় দক্ষিণের মলয় হাওয়া? শীতে কাঁপতে কাঁপতে পাড়ায়-পাড়ায়

ফুল-ভিক্ষা। কখনও চেয়ে, কখনও চুরি। তাই নিয়ে কত হৈ-চৈ, হাসাহাসি, দৌড়াদৌড়ি।

মায়ের দেওয়া গরম জলে তাড়াতাড়ি স্নান-সারা। চন্দন অবধি আজ স্নানের সময়ে চুপ। হল্‌দে জামা, ছোপানো ধুতি ছোটরা পরল ; বড়রা ধোয়া জামা-কাপড়। প্যাণ্ট্-পাজামা ছেড়ে আজ দেশী ধুতি, ঢিলে পাঞ্জাবী।

মণ্ডপে কাঁসর বাজানো, ধূপ জ্বালানো, পুরুতের হাতে জিনিসপত্র এগোনো। মঞ্জুকে পায়ে ধরে এনেছে ওরা। সে মধ্যেখানে বসে লম্বা শরীর চারপাশে ডালকুত্তার মত বেঁকিয়ে, কোনমতে যোগাড়যন্ত্র করে দিল। লোফারের মা, অবুর মা, সাহায্য না করলে পূজা পণ্ড হ'ত। ছোটখাটো জিনিস বিস্তর কিনতে হ'ল। পুরুতকে দক্ষিণা দিয়ে, বিকেলে শীতলের যোগাড়ের পরে দশ টাকার মধ্যে মাত্র টাকা দুয়েক বেঁচে গেল। ওর মধ্যে প্রতিমা নিরঞ্জন করতে হবে।

ভাগ্যক্রমে লোফারেরা কেউ চিন্তাশীল ছিল না। ভবিষ্যৎ ভেবে বর্তমানকে তারা মাটি করল না। কোনমতে ঘণ্টা নেড়ে, ফুল পাতা ছিটিয়ে মানে মানে পুরুতমশাই পালালেন। অনেক বাড়ীর পালা বাকী, তাছাড়া লোফারদের ধরণধারণ ভাল লাগছিল না তাঁর। অবশ্য যাবার পূর্বে 'অং-বং' করে মন্ত্র পড়িয়ে, লোফারদের অঞ্জলি দিইয়ে গেলেন। যে খেয়েছে, সে-ও অঞ্জলি দিল, যে না খেয়েছে সে-ও দিল।

অঞ্জলি দেবার পরে লোফাররা ধরে নিল, আর কি ; তাদের কেল্লা ফতে হয়ে গেছে। পিসী যেমন ভাবেন, ভগবানকে ডাকলেই যমের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়, লোফাররা তেমনি ভাবে কোন-মতে বছরে একবার সরস্বতীকে দু'টো ফুল ফেলে দিলেই পড়াশোনার ক্ষেত্রে ভয় ঘোচে। তাই, প্রত্যেকবার যেমন করে হ'ক তারা পূজোটি চালু রাখে।

তারপর একটানা আনন্দ চলল সারাদিন। খাওয়াদাওয়া, কাড়াকাড়ি, হুড়োছুঁড়ি। দল বেঁধে অন্যদের ঠাকুর দেখতে যাওয়া, অন্যদের ডেকে এনে নিজেদের ঠাকুর দেখানো। এবার ঢাক-ঢোল আনা হয়নি। লোফারেরা পরামর্শ করেছিল, নিজেদের মধ্যে গান-বাজনার ব্যবস্থা করবে। একমাত্র অরু গীটার শিখছিল, তা-ও নিজের ইচ্ছায় নয়, মায়ের শখে। তার মিনমিনে বাজনায় জমানো মুশকিল। তারস্বরে একজন করে করে সন্ধ্যার মুখে যা-তা গান ধরতে লাগল। সকালে টমি বাঁধা ছিল, বিকেলে ছাড়া পেয়ে ঐকতানে যোগ দিল। শেষে তারা আরতি-নৃত্য করবে ঠিক করল।

মাটির বড় বড় ধূপদানী-ভরা আগুন নিয়ে প্রতিমার সামনে নাচ শুরু হ'ল। পিকু রোগা একহারা মানুষ, কথাবার্তা কমই বলে; কিন্তু কাজে পোক্ত। দেখা গেল তার পায়েই জোর বেশী। কোমর বেঁকিয়ে, মাথা দুলিয়ে, সে কি একঘণ্টা ধরে নাচ তার। সঙ্গে সঙ্গে অরু, অবু ও স্বয়ং লোফার নিজে। সে কি নাচ! আরতি-নৃত্য বলে ওরা চালালেও আমরা দেখলাম ওরাং-ওটাং নাচ।

অন্যেরা ততক্ষণে কাঁসর পিটিয়ে, হাততালি দিয়ে সঙ্গত করছিল। লোকজন মন্দ হয়নি। শঙ্কুর পেটটা সম্প্রতি মোটা হয়ে গেছে। ভাগলপুরে কাকার কাছে দুধ-ঘি-মাংস খেয়ে এসেছে মাস দুই। ফলে, এখন নড়াচড়া দায়। চন্দনকে কোলে নিয়ে একপাশে পাতা শতরঞ্চে বসেছিল সে। লোফার তাকে 'গোবর গণেশ' 'নাদাপেটা' বলে ঠাট্টা করায় উঠে চলে গেল। মঞ্জু পিছু পিছু যেয়ে তাকে ফিরিয়ে আনে, তবে হয়।

আজ মঞ্জুর ভারি কদর। বড়রা পূজোর সময়ে একটিবার মাত্র কেউ কেউ এসে দাঁড়িয়ে চলে গেছেন। কাজকর্ম সামলে নিচ্ছে মঞ্জু। মায়ের গরদ পরে সকালে পূজোর যোগাড় দিয়েছে সে। রাঁধুনীর

সাহায্যে সকলকে পরিবেশন করে খাইয়েছে। মণ্ডপ ঝাঁট দিয়ে আরতির ব্যবস্থা করছে। তার ওপর যখন যা দরকার যোগাড়-যন্ত্র করে আনছে।

কেটে গেল উৎসবের রাত।

পরের দিন সকালে সরস্বতীর পায়ে কলম ঠেকানো, বেলের পাতায় 'সরস্বতৈঃ নমঃ' লেখা, ছবি তোলা ইত্যাদিতে কেটে গেল। লোফার লীডার, তাই ঠাকুরের চেয়ে বেশী ছবি উঠল লোফারের চারপেয়ে বন্ধু টমির।

বিপদ দেখা দিল বিকেল বেলায়। ছুটির দিন বলে লোফারের বাবা গোড়ের পুকুরে মাছ ধরতে চলে গেলেন, সঙ্গে অবুর বাবা। দু'জনেই নিজের নিজের গাড়ী ভরে বন্ধুবান্ধব নিয়ে চলে গেলেন। লোফারদের জলে ভাসিয়ে গেলেন। ওরা নিশ্চিন্ত ছিল বিসর্জনের সময়ে একখানা গাড়ী পাবে।

এখন কি করা যায়? লোফার জরুরী সভা ডাকল। হাতে সম্বল পিসীর টাকার বাকী অংশ—পুরোপুরি দুটো টাকাও নয়। তাতে কোন ব্যবস্থাই করা সম্ভব নয়। অথচ তাদের আত্মসম্মান আছে। লোকের কাছে হাত পাততে চায় না ওরা।

লোফার বলল, "এখন চাইলে সবাই কি ভাববে? এতবড় পূজোটা আমরা করে উঠলাম, অথচ বিসর্জনের টাকা নেই। কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না। ভাববে, আমরা বুঝি তবিল তছরুপ করেছি।" একটা লাগসই কথা বলতে পেরে লোফার গর্বিত হয়ে সাঙ্গপাঙ্গদের মুখের দিকে তাকাল।

শঙ্কু বলল, "সবাই ঢের দিয়েছে, আর চাইলে দেবে কেন?"

লোফার উত্তেজিত হয়ে উঠল, "বাবার কি দারুণ নেশা! মাছ ধরতে জানে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে একটা কি দু'টো পুঁটিমাছ

নিয়ে ফেরে। অথচ প্রত্যেক ছুটিতে যাওয়া চাই। আমি হ'লে মাছে মাছে বাড়ীঘরদোর ভরিয়ে ফেলতে পারতাম।"

সকলেই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। কিন্তু করা যায় কি ? লোফার দুঃখিত হয়ে বললে, "টমি যদি ঘোড়া হ'ত তা'হলে ওর পিঠে ঠাকুর চাপিয়ে নেওয়া যেত।"

টমি ঘোড়া না হওয়াতে সকলেরই দুঃখ দেখা দিল। সকলে একদৃষ্টে টমির দিকে চেয়ে আবার নিঃশ্বাস ফেলল। টমিও দুঃখিত হয়ে বন্ধুদের সহানুভূতি দেখিয়ে পটাপট ল্যাজ নাড়ল। ঘোড়া না হওয়ার দুঃখ।

শেষে অনেক আলোচনার পরে ঠিক করা হ'ল রিক্‌শা ডেকে সরস্বতী বিসর্জনের ব্যবস্থা হবে। গঙ্গা কাছেই, অসুবিধা নেই। শোভাযাত্রা করা যাবে না, হৈ-হুল্লোড় চলবে না। রিক্‌শা করে সরস্বতী যাচ্ছেন, প্রকাশ পেলে শত্রু হাসবে। যতদূর সম্ভব চুপিচুপি ব্যবস্থা চলল।

মঞ্জু আবার গরদ পরে ঠাকুর বরণ করে গেল। লোফার তাকে আশ্বাস দিল, "একটু দেরি আছে। প্রতিমা তুলবার আগে তোমাকে খবর দেব, মঞ্জুদি।"

"কি করে প্রতিমা নেবে ?"

লোফার সোজাসুজি মিথ্যা বলত না। সে উত্তর দিল, "গাড়ী ভাড়া করা হবে। তারই যোগাড় দেখছি।"

মঞ্জু বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে অবু রিক্‌শা এনে হাজির। রিক্‌শায় প্রতিমা তুলতে যেয়ে বিভ্রাট। লোফারদের প্রতিমা রিক্‌শায় চলেছে, লোককে দেখান উচিত নয়। তাই ঢেকে-ঢুকে নিতে হবে। হুডের মাথায় প্রতিমার মুণ্ড আটকে যাচ্ছে কিন্তু।

অরু বলল, "প্রতিমাটাই যত নষ্টের মূল। এত টাকা লেগে গেল

যে আর কিছু করা হ'ল না। গাড়ী ভাড়ার পয়সা থাকলে এমন হয় ? ট্যাক্‌সি করে নেওয়া যেত।"

বাঁশের ফটক তৈরির পরে পিকুর সাহস বেড়ে গিয়েছিল, সে বলে উঠল, "আমরা এর পরে নিজেই ঠাকুর গড়ে নেবো। খুব সোজা নরম মাটি দিয়ে মূর্তি গড়া। স্কুলে কাদার মডেল কত গড়েছি।"

কথাটা লোফারের ভাল লাগল। সে বলল, "ঠিক বলেছিস। কুমোরেরা যদি পারে আমরাই বা পারবো না কেন ? বহুৎ পয়সা বেঁচে যাবে।"

পিকু বলল, "হাত-পা গড়তে পারব। কিন্তু, মুখটা কি করে গড়ব ?"

লোফার বলল, "কুমোর গড়ে কেমন করে ?"

"ওদের ছাঁচ থাকে। আমাদের একটা ছাঁচ থাকলে পারা যেত।"

লোফারের মাথায় বিদ্যুতের মত বুদ্ধি খুলে গেল। সে বললে, "ঠিক হয়েছে। সরস্বতীর মুণ্ডটা ঠেকে যাচ্ছে, আমাদেরও মুখের ছাঁচ দরকার। মাথাটা ভেঙে নিয়ে বাক্সে তুলে রাখি, কেমন ?"

শম্ভু বলে উঠল, "ছিঃ, ঠাকুরের মাথা ভাঙা উচিত নয়।"

"কেন নয় ? ঠাকুরের বিসর্জন হয়ে গেছে। জলে ফেলবার জন্যে নিয়ে যাচ্ছি। তার থেকে আমাদের কাছে থাকা ভাল নয় কি ? সামনের বার গঙ্গায় ভাসাব। আমরা তো খালি মাথাটা রাখছি, অনেকে যে গোটা সরস্বতীটাই একবছর ঘরে রেখে দেয়, তার বেলা ?"

লোফারের এমন যুক্তি কেউ এড়াতে পারল না। কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির পরে সরস্বতীর মুণ্ডটা ভেঙে রাখাই ঠিক হ'ল।

পাঁচবার প্রণাম, দশবার কুর্নিস করে লোফারেরা বিস্তর ধ্বস্তা-ধ্বস্তির পরে সরস্বতীকে স্কন্ধকাটা করে ফেলল। মুণ্ডটা লুকিয়ে রেখে ঢাকা চাপা প্রতিমা নিয়ে ঘোরানো গলির পথে, বড় রাস্তা ছেড়ে

লোফারেরা প্রতিমা নিরঞ্জনে যাত্রা করল। হিন্দুস্থানী রিক্‌শাওয়ালাটা শুধু গজ্‌গজ্‌ করতে লাগল, "মুঝে অ্যাইসী কভি নহী দেখা।"

অনেক রাত্রে বাবা বাড়ী ফিরলেন। মাছ পাননি, তবে বন্ধুর বাড়ী নেমন্তন্ন খেয়ে মেজাজ দিলদরিয়া। বিছানায় লোফার ঘুমন্ত। বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, "খোকনদের পূজো ভালভাবে মিটল ?"

মা সগর্বে বললেন, "নিজেরা সমস্ত করল। কাউকে ডাকল না। তুমি গাড়ী নিয়ে চলে গেলে। ছেলেমানুষেরা কেমন চমৎকার প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে এল। কি পরিপাটি ব্যবস্থা। খোকন ওদের দলপতি কিনা। চিরকাল আমি বলেছি খোকনকে তোমরা ভুল বুঝেছ। খোকনের মধ্যে জিনিস আছে। এক তোমার দিদি ছাড়া ওকে কেউ বুঝল না।"

বাবা হাসতে হাসতে বললেন,"শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর !"

"না গো, না। খোকনের কি ভক্তি! এই শীতের সন্ধ্যায় গঙ্গাস্নান করে তবে ফিরেছে। আমি দেখি কিনা শীতে হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে ভিজে বেড়ালটি হয়ে ফিরছে। আমি বললাম, চান করলি কেন ? ও কেমন সুন্দর করে জবাব দিল, মা, একদিন মাত্র তো। ঠাকুর জলে দিয়ে গঙ্গাস্নান করে না ফিরলে পাপ হয়— দেখেছ, এইটুকু ছেলের কি ধর্মভাব ?"

বাবা মায়ের কথা গ্রাহ্য করলেন না। লোফারের চরিত্রে কিন্তু ভাল ভাব আছে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন না। তিনি শুধু ভাবতে লাগলেন লোফার হঠাৎ গঙ্গাস্নান করে ফেলল কেন, যে লোফার সুযোগ পেলেই রোজকার স্নানটা বাদ দেবার চেষ্টা করে ?

বাবা কারণ না জানলেও, আমরা জানি। আমরা যে ভাসান দেখতে গঙ্গার ধারে গিয়েছিলাম। মঞ্জু চন্দনকে নিয়ে শূন্য মণ্ডপ দেখে

ফিরে গেল। সে-ও জানে না। চন্দন শুধু খালি চৌকি দেখে বারবার জিজ্ঞেস করল, "ঠাকুল কোথায় গেল ? ওই যে হাত বেঁকা বেঁকা?"

লোফারেরা গঙ্গার অতি নিরিবিলি আঘাটায় নেমেছিল। অন্ধকার কোণে স্কন্ধকাটা সরস্বতী ভাসিয়ে তারা সরে পড়বে ইচ্ছা ছিল। নইলে, গলাকাটা কবন্ধ ঠাকুর দেখে লোকে কি, ভাববে ? লোফার, অরু, পিকু, শঙ্কু, অবু প্রতিমা বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। অন্যেরা তীরের কাদায় দাঁড়িয়ে ওদের উৎসাহ দিচ্ছিল।

লোফার মাথায় একখানা বিরাট সাদা রুমাল বেঁধেছে। দাদার ড্রয়ার থেকে না-বলে ধার করা। মাথাটা যে সরস্বতীর কাঁধের কাছে ঠেকিয়ে রেখেছে, যাতে দূর থেকে মনে হয় ওই সাদা বস্তুটাই সরস্বতীর মাথা। ফলে, লোফারকে অন্ধের মত চলতে হচ্ছিল। প্রতিমা জলে ভাসাবার সময়ে টানের ঝোঁকে কাদায় পা হড়কে লোফারেরও প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে বিসর্জন হয়ে গেল। জলে হাবুডুবু খেয়ে, হাত পা ছুঁড়ে মরে আর কি! অতি কষ্টে সকলে মিলে লোফারকে অকালমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিল।

পাঁচ

শীত এখনও আছে, রোদ এখনও মিষ্টি লাগে। কমলালেবুর খোসা ছাড়িয়ে লোফারেরা কমলালেবু খায়, পাটালির টুকরো চোষে। চিংড়ি-কাঁকড়া-কপি। শীতের হরেক মজা।

লোফারের স্কুল থেকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। লোফারের মহা আনন্দ। পিসীর কাছে সবিস্তারে পিক্‌নিক বা বাইরে বাগান-ভোজ কেমন হবে তারি বর্ণনাটা দেয়। পিসী

ছাড়া লোফারের কদর বোঝার লোকই বা কোথায়? কার বা সময় আছে এমন অঢেল যে লোফারের বকবক শোনে?

পিসীর মনে শখ জাগল। লোফারকে তিনি বললেন, "বহুদিন আমি জু'তে যাইনি। আমার বড় ইচ্ছা হচ্ছে একবার তোমাদের সঙ্গে যাই। ছোটদের সঙ্গে বেড়াতে পারলে তবেই আনন্দ হয়।"

লোফার পিসীর কথা শুনে একটুও আশ্চর্যবোধ করল না। পিসী পূজোয় দশ টাকা চাঁদা দিয়ে তাকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। তারপর থেকেই লোফার পিসীর 'ন্যাওটা' হয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে সে মনে করল যে, পিসীর ইচ্ছা পূর্ণ করা তার পক্ষে উচিত। পিসীর ইচ্ছাটা যে অদ্ভুত একথা একবারও লোফারের মনে এল না। সে শুধু বলল, "আচ্ছা খেলার মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞাসা করে দেখব। উনি নিয়ে যাচ্ছেন কিনা।"

স্কুলে যেয়ে লোফার মাস্টারমশাইকে বোকা-বোকা মুখে বললে, "আমার বাড়ী থেকে একজন যেতে চাইছে।"

মাস্টারমশাই হিসাবপত্র নিয়ে বিব্রত ছিলেন। এতগুলো দুরন্ত ছেলের ভার নেওয়ার ইচ্ছা আদৌ ছিল না। হেড মাস্টারমশাই-এর হুকুমে রাজী হতে হয়েছে। তিনি কাগজপত্র থেকে চোখ না তুলে ব্যস্তভাবে বললেন, "ছোট ভাইবোনদের টেনে না নিলে চলে না তোমাদের। আচ্ছা, একজনের বেশী যেন না হয়। তার সমস্ত দায়িত্ব কিন্তু তোমাদের নিতে হবে, বলে দিচ্ছি। যদি পড়ে যেয়ে হাত-পা কাটে বা হারিয়ে যায়, আমি জানি না। আর তার চাঁদা লাগবে আলাদা।"

লোফার তখন পিসীকে প্রস্তাব দিল, "দেখুন একটা কথা বলি। আমার দিদি নেই। সকলের দিদি আছে। আমি আপনাকে 'পিসী' না বলে দিদি ডাকব? কেমন?"

পিসী—"আমি যা নয় তা সাজা উচিত কি ?"

লোফার বুঝল পিসী মিথ্যার মধ্যে যাবেন না। তাই সে আর পীড়াপীড়ি করল না। পিসী যাওয়াতে পিক্‌নিকটা জমে উঠবে, লোফার বুঝল।

পিসী স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে চিড়িয়াখানায় যাচ্ছেন শুনে বাড়ীর লোক অপ্রতিভের একশেষ হ'ল। পিসী নিজে কিন্তু কিছু অন্যরকম হচ্ছে মনে করলেন না। তিনি গিরিডির স্কুলের কমিটির সদস্যা ছিলেন। ছেলেদের সঙ্গে বনভোজনে বহুবার গেছেন তিনি। কলকাতার হালচাল তাঁর জানাও নেই। সবচেয়ে আশ্চর্য, লোফার নিজে নির্বিকার রইল।

যাবার দিন এল। একখানা বাস ভাড়া করা হয়েছে। ছেলেরা স্কুলে জমায়েত হয়ে তারপরে বাসে চিড়িয়াখানার বাগানে যাবে। সঙ্গে খাবার-দাবার, জল, শতরঞ্জ ইত্যাদি জিনিস।

পিসী একখানা বেবি-ট্যাক্‌সি ভাড়া করে লোফারসহ গাদা-গাদা ছোট ছেলের ভিড়ের মধ্যে উদয় হলেন। কয়েকটি বাচ্চা মেয়েও ফুলোনো জামা পরে দাদাদের সঙ্গে এসেছিল। খাবার, জল তোলা, যাত্রী গুণে নেওয়া ব্যাপারে মাস্টারমশাইরা ব্যস্ত ছিলেন।

পিসী তাঁর নিয়মমত পুরো-আস্তিন কাল জামা, সরু কালাপেড়ে ধুতি, গোড়ালি-উঁচু কাল জুতো পরে এসেছেন। চোখে তাঁর মোটা চশমা-জোড়া, হাতে বিখ্যাত কাল হাতব্যাগ, সবই ঠিক-ঠাক আছে। লোফার খাকী হাফপ্যাণ্ট শার্ট পরেছে। তামার পয়সা তেঁতুলে ঘষলে যেমনটি দেখায়, সাবান ঘষার ফলে আজ লোফারের মুখচোখ তেমনি চকচকে। লোফার গর্বিতভাবে হাতে একটা সাদা বাক্স চেপে রেখেছে—পিসীর পয়সায় কেনা কেক্।

পিসীকে নামতে দেখে সকলে তাজ্জব বনে চেয়ে রইল। লোফার মাস্টারমশাইকে খবর দিল, "এই যে আমার বাড়ীর লোক।"

মাস্টারমশাই ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলেন, "আসুন, তুলে দিতে এসেছেন বুঝি খোকনকে? তা, চিন্তার কিছু নেই। ও একটু দুষ্টু হলেও একেবারে অবাধ্য নয়। আমরা ঠিকমত নিয়ে যেয়ে ঘুরিয়ে আনব। কই খোকন, তোমার বাচ্চা ভাই-বোন কে না আসবে? চাঁদা দিয়েছিলে যে?"

লোফার আঙুল দিয়ে পিসীকে দেখিয়ে বলল, "ইনি যাবেন।"

মাস্টারমশাই-এর মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ল। তিনি যেন লজ্জায় মরমে মরে গেলেন। ছবি-আঁকার, বীজগণিতের দুইজন মাস্টারমশাইকে তিনি বলে-কয়ে সঙ্গে যেতে রাজী করেছিলেন। তাঁরা বেশ খুশীভাবে তদারক করে বেড়াচ্ছিলেন। ঠাকুরমায়ের বয়সী বুড়ীকে পিক্‌নিকে যেতে দেখে তাঁরা একদম মুষড়ে পড়লেন।

মাস্টারমশাই একটা কথাও বলতে পারলেন না, অন্য দুইজনের সঙ্গে পরামর্শের জন্য সরে পড়লেন। ছেলেমহলে একটা সাড়া পড়ে গেল। লোফার অবিচলিত। পিসীও একটু অপ্রতিভ না হয়ে চশমার মধ্য দিয়ে পিটপিট করে তাকাতে লাগলেন চারদিকে।

যাত্রা করবার সময় দেখা গেল মাস্টারমশাই সম্মানের সঙ্গে পিসীকে সামনের আসন ছেড়ে দিয়ে পেছনে বসলেন। পিসী ধন্যবাদ জানিয়ে আসন নিলেন। তারপর, গোটা অভিযানের নেত্রী হলেন পিসী।

পথে সকলেই পিসীর ভয়ে চুপচাপ রইল। পিসী এধারে মাটির মানুষ, কিন্তু ওঁর বাইরের চেহারা দেখে লোকে ভুল বোঝে। মাস্টার-মশাই চাপাগলায় পাশের দু'জন মাস্টারমশাইদের বললেন, "খোকন এরকম একটা কাণ্ড বাধাবে, আমাদের বোঝা উচিত ছিল।" ছেলেরা কেউ কেউ লোফারের ওপর চটে গেল এমন পিসীকে এনে মজা মাটি করবার জন্য। চিড়িয়াখানায় দলবল সমেত ঢোকা হ'ল। ছেলেরা যে-যার মত ছড়িয়ে পড়বার চেষ্টা করল। কিছুতেই বাগে

রাখা যাচ্ছিল না ওদের। মাস্টারমশাইরা প্রমাদ গনলেন। কিন্তু পিসী এবার সাহায্য করলেন।

চোখ পিটপিটিয়ে সরু গলায় পিসী ডাকলেন, "বাছারা, ওভাবে ছড়িয়ে প'ড়ো না। লাইন বেঁধে দু'জন দু'জন করে চলো।" গিরিডিতে বহুবার তিনি ছেলেমেয়েদের চালিয়েছেন, নিয়মকানুন জানা আছে।

খেলার মাস্টারমশাই দলের কর্তা হয়ে এসেছিলেন। প্রথমে পিসীর সর্দারি দেখে তিনি একটু বিরক্ত হলেন। কিন্তু একটু পরেই তিনি বুঝতে পারলেন পিসী না থাকলে দুষ্টুর দলটি তাঁকে হিমশিম খাইয়ে ছাড়ত। পিসীর বিশেষ কিছু করতে হচ্ছে না, ওঁর চেহারা আর ধরন-ধারণ দেখেই সকলে জব্দ।

বাঁদরের খাঁচার কাছে ছেলেরা চীনেবাদাম বাঁদরকে খাওয়াচ্ছে। কোমরে হাত দিয়ে পিসী দাঁড়ালেন, হাতে ঝুলছে কব্জি থেকে কাল হাতব্যাগ। মাথায় দুই-তিনটে পিন দিয়ে কাপড় আঁটা। কলিযুগে অমন মূর্তি সচরাচর দেখা যায় না।

একটু গোলমাল করছিল ছেলেরা। হঠাৎ পিসীর দিকে চোখ পড়ায় চুপ। পিসী কিন্তু ছোটদের দৌরাত্ম্য দেখে মুচকি হাসছিলেন। পিসীর মুখে সেই হাসি দেখাচ্ছিল যেন এক ভীষণ ষড়যন্ত্রের হাসি। পিসী যেন একাই সারা পৃথিবী ধ্বংস করতে পারেন।

এধার-ওধার দেখতে দেখতে প্রায় বেলা একটা বাজল। লোফার পিসীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছিল, কেকের বাক্সটি হাতে। ওর পিসীকে দেখে সকলে ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে, এতে ওর গৌরব অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল। তার ওপর, পিসী কেক্ এনেছেন। হাতে বয়ে বেড়িয়ে লোফার মস্ত লোক মনে করছে নিজেকে। ছোট ছেলেরা বারবার লোভী চোখে বাক্সটা দেখছিল।

দারোয়ান খাবার আগলে বসে আছে। মাস্টারমশাই বাক্সটা সেখানেই রাখতে বলেছিলেন। লোফার রাজী হয়নি।

বেলা দুপুর। এখন খাওয়াদাওয়া হবে। লোফার যদিও বাড়ী থেকে একতাল মোহনভোগ, এক গ্লাস দুধ, দুটো সন্দেশ, একটা রাজভোগ রসগোল্লা, একটা কলা, একটা কমলা খেয়ে বেরিয়েছে, তবু লোফার ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ল। লোফারের খোরাক কিছু বেশী কিনা।

লোফার হিসাব করতে লাগল। খাওয়ার উদ্দেশ্যে যাচ্ছে বটে, খাবার পেতে দেরি আছে এখনও। শতরঞ্জি পাতা হবে, কলাপাতা চেরা হবে, ধোয়া হবে, খাবার ভাগ হবে। হাত-পা ধুয়ে নিতে বলবে। তবে না মুখে তোলা! ঝিলের ধার দিয়ে চলছিল তারা। লোফার আর পারল না। চারদিকে হাঁস, বক। আহা, না জানি ওদের মাংস কি ভাল লাগে খেতে! হাতে খাবার। মরি কেন উপোস করে? না হয়, খাবার সময়ে কেক্ আর নেব না। আমার ভাগটা আমি আগেই খাই। দোষ কি?

পিসী পাশে পাশে চলেছেন, দৃষ্টি তাঁর এদিক-ওদিক। জীব-জন্তু দেখে ছোট ছেলেদের চেয়ে অনেক আহ্লাদ তিনি পাচ্ছেন। কৌতূহলের শেষ নেই তাঁর। লোফার পিসীকে অন্যমনা করতে বলে উঠল, "পিসী দেখুন, কেমন নূতন ধরনের পাখী একটা। একটু ওইদিকে এগিয়ে যান।"

পিসী ক্ষীণ দৃষ্টি মেলে, "কই, কই?"—ব'লে বকের মত পা ফেলে গেলেন বকের দিকে। সুযোগ বুঝে লোফার বাক্স ফাঁক করে একটা ছোট কেক্ তুলে নিল।

বকের শত্রু কাক, কাকের শত্রু চিল। একজন থাকলে আর একজনকে আসতে হবেই। তালগাছের মাথা থেকে ঝপাৎ করে এক চিল লাফিয়ে পড়ে ছোঁ দিল।

লোফার হকচকিয়ে গেলেও সহজে চিলের হাতে খাবার ছাড়বার পাত্র নয়। দাঁত খামটি করে চেপে ধরল সে বাক্সটা, সামলে নিয়ে। চিলের কবলে কেক্‌গুলো যায় আর কি। কিন্তু, দুটি ছোট ছেলে লোলুপ হয়ে লোফারের লোভ দেখছিল, তারাই সাহায্য দিল। তাদেরও ক্ষিধে পেয়েছিল, তারাও কেকের বাক্সে চোখ রেখেছিল।

'রে-রে' শব্দে তারা ঢিল কুড়িয়ে তাড়া দেওয়ায় চিল পালাল। কিন্তু যাবার আগে ছোবল দিয়ে লোফারের গালের এক খাবল মাংস তুলে নিল।

'আহা-উঁহু' করে সকলে ছুটে এল। ছোট ছেলে দু'টি পিসীর ভয়ে লোফারের চুরিবিদ্যা ফাঁস করতে সাহস পেল না। সঙ্গে ঔষধপত্র ছিল। গালে লাগানো হ'ল, হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হ'ল। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, গালকাটা লোফারকে নিয়ে সকলের কি হা-হুতাশ! পিসী তো প্রায় কেঁদেই ফেললেন। বীরের মত সে কেক্‌ রক্ষা করেছে। খাবার-দাবার বেশী বেশী পেল সে।

খাওয়া-দাওয়ার পরে একটু বিশ্রাম নিয়ে, বাঘের খাঁচা দেখতে গেল সবাই। ভালভাবে দেখার আশায় বাঘ-সিংহ গোড়ায় বাদ রাখা হয়েছিল।

তখন বাঘ-সিংহের খাঁচায় খাবার দেওয়া হয়েছে। তাল-তাল কাঁচা মাংস গড়াগড়ি যাচ্ছে। বাঘ-সিংহ নানা রকম ভঙ্গিতে মাংস খাচ্ছে, দেখে গা ঘিনঘিন করে ওঠে। পিসী অস্থির হয়ে গেলেন।

পিসী—"ইস্‌, এমন দৃশ্য চোখে দেখা যায় না। কি হিংসা, কি হিংসা! জীবজন্তুর মাংস এমনি করে জীবজন্তুকে দিয়ে খাওয়ানো হচ্ছে? ঈশ্বর, তুমি কোথায়?"

লোফার পিসীর ধরণ-ধারণ দেখে চটে উঠল। হাত, গাল জ্বলছে

ওর বেশ। ও বললে, "কেন, আপনি কি জানতেন না যে এখানে জন্তুদের মাংস-টাংস খাওয়ানো হয় ?"

পিসী কাঁপা গলায় বলে উঠলেন, "আমি দেখিনি আগে।"

লোফার তখন একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেলল। কথায় তার খালি হিংসা। লোফার বলল, "কেন মাংস দেবে না ? ওর যা খাবার, তা থেকে ওকে বঞ্চিত করবে কেন ? আমাদের খাবার যদি কেউ কেড়ে নেয়, তবে ? হিংসা কে না করছে ? এখন যে আমরা ডিম খেলাম, ভাল হ'ল কি ? কতগুলো হাঁস ডিম ফুটে বার হ'ত। বলতে গেলে আমরা সেই হাঁসগুলোকেও খেলাম। যার যা খাদ্য, তাকে দিতেই হবে।"

পিসী এইটুকু ছেলের কথায় এত হিংসা দেখে চমকে উঠলেন। লোফার আরও বলত। কিন্তু, খাঁচার বাঘকে একটা আস্ত ঠ্যাং মড়মড়িয়ে ভাঙতে দেখে পিসী শিউরে উঠে চট্ করে সেখান থেকে বার হয়ে এলেন।

ক্রমে ক্রমে সকল জীবজন্তু দেখা হয়ে গেল। ফেরার সময় হ'ল। ঝিলের ধারে ছোট-ছোট হাঁসের দল খেলা করছে। টুকটুকে পুতুলের মত হাঁস। দারোয়ান জিনিসপত্র গুছিয়ে তুলছে। পিসী, মাস্টার-মশাইরা তদারকে ব্যস্ত। ছেলের দল অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছে, আবার বাড়ী ফেরার সময় হ'ল। আবার স্কুলের রাজ্যে, লেখাপড়ার রাজ্যে ফিরে যেতে হবে।

লোফারের হঠাৎ চন্দনের কথা মনে পড়ল। সারাটা দিন যে তার বাড়ীঘর আছে, সে ভুলেই ছিল। চন্দনের জন্য কিছু নিয়ে যেতে পারলে ভাল হ'ত। গেলেই ছুটে আসবে। জলে-ভাসা বাচ্চা হাঁসগুলোর দিকে চোখ পড়ল ওর। খপ্ করে একটা ধরে জামার পকেটে পুরে নিলে, কি হয় ? বাড়ীতে চিড়িয়ানার চেয়ে অনেক যত্নে থাকবে।

লোফার কোন ইচ্ছা মনে এলে বৃথা ভাবনা-চিন্তায় সময় নষ্ট করে না। ঘাটের ধারে হাঁসগুলো ভাসছে। লোফার আস্তে জলের ধারে ঘাটের সিঁড়িতে নেমে এল। 'আয়, আয়' করে চাপা স্বরে হাঁসকে ডাকল, যেন তারা টমি-কুকুর।

হাঁস এগোল না দেখে লোফার নিজেই ঘাটটার শেষ ধাপে নামল। এইবার হাত বাড়িয়ে গলাটা ধরে ঠেলে জল থেকে তুলবে। হাঁস কিন্তু তক্ষুনি ডুব দিল। লোফারের মুঠো শূন্য আঁকড়ে ধরায় ও টাল সামলাতে পারল না। ও জলে ডুবে গেল। জল লোফারের শত্রু, দেখা হলেই ঝপাৎ।

সকলেই শব্দ শুনে ফিরে তাকালেন। সর্বনাশ! কোন মতে ওকে টেনে ডাঙায় তোলা হ'ল। খাবি খাচ্ছে লোফার, জল বমি করে ফেলল। পিসী এবার কেঁদেই ফেললেন।

কেন নেমেছিল জলে, সকলে জিজ্ঞাসা করায় লোফার ঢোঁক গিলে গিলে বললে, "হাঁসটা ডুবে যাচ্ছিল যে।"

মাস্টারমশাই বললেন, "হাঁস কি জলে ডোবে, বোকা ছেলে? জলেই তো ওদের বাসা। নাও, এখন ভিজে জামা ছেড়ে, চাদরখানা জড়িয়ে গাড়ীতে ওঠো। ত্থ'-ত্থটো ফাঁড়া গেল তোমার আজ।"

ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা, জলে-ডোবা, চাদর-পরা লোফারকে নিয়ে যখন পিসী ফিরলেন, তখন বাড়ীতে সোরগোল পড়ে গেল। দাদা নাম দিল, "চির-বিজয়ী, হাঁস-ডুবুরি বীর।"

ছয়

চিড়িয়াখানার পরে পিসীর সঙ্গে লোফারের সম্পর্ক আরও ভাল হয়ে গেল। ছোটছেলের দলে পিসী বেজায় আনন্দ পেয়েছেন সেদিন। জীবনে পিসীর কমই এমন চমৎকার দিন এসেছে। লোফার সেদিন বীরের মত ওঁর কেকের বাক্স চিলের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। লোফার হাঁস ডুবে যাচ্ছিল দেখে ডুবুরির মত হাঁসকে জল থেকে তুলতে যেয়ে নিজের প্রাণ দিচ্ছিল। লোফারের গুণের কি তুলনা আছে? লোকে লোফারকে মিছিমিছি দুষ্টু বলে। লোফারের স্বভাব খুব ভাল। লোফার নিজের মায়ের চোখে ধুলো দিয়েছিল অল্প-স্বল্প। পিসীকে একেবারে ধুলোয় অন্ধ করে ফেলল। একেই পিসী চোখে ভাল দেখতে পান না। পিসী লোফারের কথা বেদবাক্য বলে ধরে নিতে লাগলেন।

পিসীর দাঁত বাঁধানো। দুই পাটি দাঁতের একটাও ছিল না। ঝকঝকে দুইসারি বাঁধানো দাঁত তোবড়ানো মুখে পরে তিনি বেড়াতেন। পিসীর দাঁতে লোফারের চোখ পড়ল। পিসী যখন-তখন দাঁত খুলছেন, পরছেন। লোফারের অবাক লাগল। দাঁতগুলো ভাল করে পরীক্ষা করা দরকার।

দুপুরবেলা পিসী একটু ঘুমিয়ে নেন। আজ বাড়ীতে ভাল ভাল রান্না হয়েছিল লোভারের দাদার জন্মদিন বলে। বাঁধা কপির মুড়িঘণ্ট, মাংসের পোলাও মা নিজে রান্না করেছিলেন। পিসী প্রাণ খুলে খেয়েছিলেন যত পারেন। ফলে, খাওয়ার পরেই দাঁত দু'পাটি খুলে ঘুমে অচৈতন্য হয়ে শুলেন।

আলমারীর পাশে টিপয়, চায়ের একটা কাপে দাঁত জলে ডোবানো থাকত। লোফার আস্তে মেজেতে কাপটা নামিয়ে নিল।

পিসীর হাতের কাছে উলের বোনা। আগে ভাত খাবার পরে বারান্দায় একটুক্ষণ বসে থাকতেন উল কাঁটা হাতে। এখন খাবার পরেই ঘুমিয়ে পড়েন। ভাই, ভাই-বৌয়ের যত্নে থেকে দিব্যি মোটা-সোটা হয়ে উঠেছেন। হাঁ করে পিসী নিঃশ্বাস নিচ্ছেন, আর তালে তালে নাক ডাকছে, সর্‌র্‌-সর্‌র্‌ !

লোফারের কানে পিসীর নাকডাকা গেল। দাঁতের পাটি হাতে তুলে দেখছিল সে। সর্‌র্‌ সর্‌র্‌ শব্দে ঘর ভরে গেছে। লোফার চোখ তুলে দেখতে লাগল একমনে। পিসীর হাঁ-এর সঙ্গে সঙ্গে ওরও হাঁ হ'ল মুখটা। দেখতে দেখতে হাসি পেল। হেসে উঠল লোফার। অমনি হাত থেকে পাথরের মেঝেয় দাঁতের পাটি খসে পড়ল ঝনঝন করে। একটা দাঁত ওপরের পাটির ভেঙে গেল।

পিসীর ঘুম ভেঙে গেল। চশমাটা খুলে শুয়েছিলেন। খালি চোখে ভাল দেখতে পেলেন না। খাটের ওপর শুয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ও কে ? কুকুরটা বুঝি ?"

লোফার চুপ করে রইল। পিসীর দাঁত ভেঙে ফেলে সে মনে বড় ব্যথা পেয়েছিল।

কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে পিসী বলে উঠলেন, "কুকুরটার জন্যে শান্তি নেই। যখন-তখন ঘরে ঢুকে হুটোপাটি করবে।—যা দুর-দুর।"

পিসী টমিকে গালমন্দ করছেন লোফারের সহ্য হ'ল না। সে বলল, "আমি টমি নয়।"

"কে, খোকন ?" পিসী লোফারকে দেখে খুশী হয়ে উঠে বসলেন। আজ স্কুলের ছুটি বুঝি ? কি করছ ওখানে ?" চশমার খাপের দিকে পিসী হাত বাড়ালেন।

লোফার মনে-মনে ততক্ষণ ভেবে তৈরি হয়েছে। এক্ষুনি পিসী

ভাঙা দাঁত দেখতে পাবেন, তখন কি বলা যায় ? লোফার পিসীর দাঁত ভেঙেছে জানলে পিসীর মনে কত কষ্ট হবে। তাই, ওকথা বলা চলবে না। আগেই বলেছি লোফার মিথ্যা কথা বলতে চাইত না। কাজেই মিথ্যা বলার সময়ে নিজের মনগড়া যুক্তি তৈরি করে নিত।

লোফার চট্ করে টমির শত্রু হুলোর নামে দোষ চাপিয়ে দিল, "দেখুন পিসী, হুলো আপনার কি সর্বনাশ করেছে।"

"অ্যাঁ, অ্যাঁ!" পিসী খাট থেকে নেমে এলেন, "কি বলছ ? হুলো কে ?"

লোফার পিসীর বোকামী দেখে অবাক হয়ে বলল, "হুলো হচ্ছে পাশের বাড়ীর ওই ধাড়ী, গোমড়ামুখো বেড়ালটা। খালি টমির সঙ্গে ঝগড়া লাগায়।"

"ও, তা হুলো আমার কি করেছে, বলছ ?"

"এই দেখুন।"

পিসী দাঁত ভাঙা দেখে একবার ভেঙে পড়লেন। লোফার মুষড়ে গেল। কি দরকার ছিল ওর দাঁত দেখতে যাওয়া ? পিসী ওকে এত ভালবাসেন, পিসী কত টাকা চাঁদা দিয়েছেন! তা'হলে আবার পিসীর টাকা লাগবে ভাঙা দাঁত ঠিক করার জন্য। লোফার ভেবে দেখল শঙ্কুর কাকার শালা দাঁতের ডাক্তার। সেখান থেকে বিনা পয়সায় পিসীর দাঁত সারিয়ে এনে দিলে পিসীর টাকা বাঁচবে, লোফারেরও পাপ ঘুচে যাবে।

লোফার—"পিসী, আপনি কিচ্ছুটি ভাববেন না। আমার চেনা দাঁতের ডাক্তারের কাছ থেকে এখনি সারিয়ে এনে দিচ্ছি।"

পিসী আশ্বস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কত টাকা দেব ?"

লোফার—"একটি পয়সা লাগবে না। চেনা লোক।"

পিসী—"সে কি? টাকা নিয়ে যাও। আমার তো টাকার অভাব নেই।"

লোফার—"সেই টাকা আবার না হয় চাঁদা দেবেন। এঁকে দিতে গেলে ইনি তেড়ে মারতে আসেন।"

পিসীর টাকা বাঁচিয়ে ভাল কাজ করছে ভেবে লোফার যা মনে হয় বলে চলল। দাঁতের ডাক্তারকে সে চোখে পর্যন্ত দেখেনি।

পিসী—"উনি কি মাথা-গরম লোক, না পরের উপকার করে বেড়ান?"

লোফার—"পরের উপকার করে বেড়ান।"

পিসী তখন নিশ্চিন্ত মনে লোফারের হাতে দাঁত ছেড়ে দিলেন। সে হন্তদন্ত হয়ে শঙ্কুর উদ্দেশে ছুটল। বার্ষিক পরীক্ষার পর ওদের সকলেরি স্কুল বন্ধ চলছিল।

গলদঘর্ম হয়ে লোফার শঙ্কুর বাড়ী পৌঁছল। লোফার শঙ্কুকে ব্যাপারটা খুলে বলল। তারপর দু'জনে মিলে রওনা হল ডাক্তারের বাড়ী।

ভাগ্যক্রমে ডাক্তার বাড়ী ছিলেন। দাঁত দেখে বললেন, "দাঁত লাগানো যাবে না—একেবারে ভেঙে গেছে।"

তক্ষুনি হাতের কাছে টেলিফোন বেজে উঠল ঝনঝন করে। এক রোগী ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। ডাক্তারবাবু লোফারদের দিকে পেছন ফিরে কথায় ডুবে গেলেন। আর কিছুই বলা হল না।

লোফারেরা বুঝল, দাঁতটা একটু ভাঙা, তাই জোড়া যাবে না। আল্‌গা দাঁত আস্ত হ'লে হয়তো ডাক্তারবাবু পারতেন। নিরাশ মনে তারা পরামর্শ করতে করতে পথ চলতে লাগল।

লোফার—দেখ্‌ শঙ্কু, পিকুটা যা দারুণ লোভী; ওকে যদি কিছু

খেতে দেওয়া যায়, ও সমস্ত পারে। ওকে ভাল করে খাইয়ে ওর একটা দাঁত যদি তুলে নিয়ে লাগানো যায় ?"

শঙ্কু বলল—"দূর পাগল! নিজের দাঁত ছাড়ে কেউ? খাবার লোভে ও যদি দাঁত দিতে শুরু করে তবে খাবে কি দিয়ে? তোর দাঁত দে না।"

লোফার বলল—"আমার দাঁত দিলে ধরা পড়ে যাব যে। নইলে বত্রিশটা দাঁত দিয়ে আমার দরকার কি ? গোটা চারেক হলেই আমি খাওয়া-দাওয়া চালিয়ে নিতে পারি। এতগুলো দাঁত থাকায় দাঁত মাজতে বেজায় সময় লাগে।"

যাইহোক কিছুক্ষণ কথা-কাটাকাটির পরে দু'জনে পিকুর কাছে যেয়ে দাঁত-দানের প্রস্তাব করল। পিকু চটে লাল। পারে তো ধরে মারে। পিকুর ভালবাসার খাবার-দাবারের নাম করেও লাভ হ'ল না কিছু। বেশী পীড়াপীড়ি করলে পিকু বন্ধুত্ব একেবারে ভেঙে দেবে বলাতে তবে লোফার ক্ষান্ত হ'ল।

বিষণ্ণ মুখে লোফার নূতন মতলব আঁটতে আঁটতে বাড়ী ফিরল। পিসী গালে হাত দিয়ে তোবড়ানো মুখখানা নিয়ে বসে আছেন। লোফারকে দেখে ধড়ে প্রাণ পেলেন।

পিসী বললেন—"কি হ'ল ? আজ দিলে না বুঝি ? কবে দেবে ?"

লোফার বলল—"দু-এক দিনের মধ্যেই পাওয়া যাবে। আপনি বরঞ্চ একপাটি দাঁত পরেই কাজ চালিয়ে নিন ততক্ষণ।"

পিসী বললেন—"সে-ও কি সম্ভব ?"

লোফার—"নয় কেন ? চেষ্টাই করুন না।"

আগেই বলেছি পিসী লোফারের কথা বেদবাক্য বলে মানেন। উঠে যেয়ে দাঁতের পাটি পরে এলেন। নীচের পাটির দাঁত। মনে হ'ল নীচের ঠোঁটটা মুখ থেকে লম্বায় দশহাত বার হয়ে আছে, উপরের ঠোঁটটা ঝুলে গেল। সে এক কিম্ভূত চেহারা।

লোফার আবার বার হ'ল। প্রায় সন্ধ্যা হয়েছে। অবুকে ডেকে কিছুক্ষণ ফিসফাস পরামর্শ করে মঞ্জুর ভাইপো বাবুজীকে ডেকে আনল অবুদের মাঠে। সবে হুধে-দাঁত পড়তে আরম্ভ হয়েছে ওর।

লোফারের হাত ধরে ঝুলতে ঝুলতে বাবুজী সরু গলায় চীৎকার করছে, "কই, গুলি দেবে বলছিলে যে ? কোথায় ? আমাকে মিছিমিছি কুত্তাটার বাড়ী ডেকে আনলে কেন ?"

কুত্তাটা অর্থাৎ টমি বাবুজীর বন্ধু নয়। বাবুজী একদিন বিনা দোষে ধাঁই করে টমিকে একটা জবর লাথি কষিয়েছিল। তারপর থেকে হু'জনের মুখ দেখাদেখি বন্ধ। লোফারের সাড়া পেয়ে টমি ল্যাজ নাড়তে নাড়তে জুটেছিল। বাবুজীকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল।

লোফার বলল, "দেব'খুনি। গুলির অভাব কি ? তোমার সামনের একটা দাঁত নড়ছিল দেখেছিলাম না ?"

অসুখ-বিসুখের বর্ণনা দিতে বাবুজী চিরকাল ভালবাসে। সে খুব উৎসাহের সঙ্গে আরম্ভ করল, "হ্যাঁ, হলহল করে নড়ছে। ব্যথায় মাংসটাংস খেতে পারি না। মা বলেছে, কাল-পরশুর মধ্যে দাঁতটা পড়ে যাবে। ইঁহুরের গর্তে দিলে ইঁহুরের মত ছোট দাঁত হবে।"

লোফার বলল—"ইঁহুরের গর্ত তো এখানে। ইয়া ধুমসো-ধুমসো ইঁহুর। না রে অবু ?"

অবু মাথা ছিঁড়ে ফেলার মত মাথা নেড়ে সায় দিল। বাবুজী গেছো আবার চীৎকার তুলল, "কই, মার্বেল দাও।"

লোফার আশ্বস্ত করল ওকে, "দেব রে, দেব। আমার নীল-লাল গুলিগুলো তুইই পাবি। তার আগে দাঁতটা তুলে ফেলে দে।"

বাবুজী বলল—"কেন ?"

লোফার বলল—"নড়া দাঁত রেখে লাভ কি ? কেবল কষ্ট।

তাছাড়া, এখানে যেমন ইঁদুরের গর্ত, তেমনটি পাবি কোথায়, শুনি? ওই দেখ।"

আগেই লোফার অবুর সাহায্যে মাটিতে এক মানুষ সমান গর্ত খুঁড়ে রেখেছিল। এখন সেটাই ইঁদুরের গর্ত বলে দেখিয়ে দিল।

বাবুজী বলল—"এত বড় গর্ত!"

লোফার বলল—"হ্যাঁ, তবেই বোঝ কত বড় ইঁদুর।"

বাবুজী একটু ভেবে বলল, "তাহলে নূতন দাঁত যদি মুলোর মত বড় হয়ে যায়?"

লোফার বলল—"আঃ! বাচ্চা আছে না ইঁদুরের। তুমি বাচ্চা মানুষ ওর বাচ্চার মাপে তোমার দাঁত হবে। এসো, দেরি ক'রো না।"

বাবুজী বলল—"আমার দাঁত তো পড়েনি।"

লোফার বলল—"আরে, একটু নাড়া দিলেই পড়বে। তুই না পারিস, আমরা তোর হয়ে করে দিচ্ছি।"

দু'জনে এগিয়ে এসে বাবুজীর দু'হাত ধরা মাত্র, বাবুজী ন্যাকা-ন্যাকা গলায় কাঁদতে আরম্ভ করল। লোফার ও অবু বেগতিক দেখে নানাভাবে ওকে বোঝাতে লাগল।

লোফার বলল—"একটুও ব্যথা লাগবে না, ভয় কি? এক্ষুণি হয়ে যাবে। তুমি নিজের হাতে গর্তে ফেলে দিও। আমরা কিচ্ছুটি করব না মোটে। তারপরে আমার সমস্ত গুলিগুলো পাবে।"

বাবুজী বলল—"আঁগে দাও।"

লোফার বেগতিক দেখল। এতদিনের জমানো গুলিগুলো এই ছোকরার হাতে এখুনি তুলে দিতে হবে। হায়, হায়! উপায় নেই। পিসীর খরচ বাঁচাতে এটুকু ত্যাগ লোফারের করা উচিত, একশোবার উচিত। লোফার ভাবল, সমস্তগুলো না দিয়ে দু'চারটে রেখে দেওয়া

যাক। কথা দিয়েছে যখন, বাবুজীকে গুলি দিতেই হবে। না দিলেই বা দাঁত পাওয়া যাচ্ছে কোথায় ?

লোফার ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে শঙ্কুকে বলল, "আমি গুলি নিয়ে আসছি বাড়ী থেকে। তুই শক্ত করে একে ধরে রাখ্।"

অবুদের বাড়ী থেকে বা'র হয়ে নিজেদের ফটকের কাছে আসা মাত্র সোঁ সাঁ করে ছুটে পালাচ্ছে বাবুজী, দেখা গেল। ছোট হলে কি হয়, কায়দা-মাফিক পায়ে পা বাধিয়ে একটা ল্যাং মেরে অবুকে চিৎপাত করে এসেছে বাবুজী। কিন্তু, লোফারের হাতে ছাড়া পেল না। লোফার খপ্ করে চেপে ধরল ওকে। অমনি "বাঁচাও" বলে চীৎকার করে বাবুজী মড়াকান্না তুলে দিল।

ঠিক এমনি সময়ে লোফারের বাবা বিকালবেলায় চা খেয়ে বাড়ীর বাইরে এলেন, সন্ধ্যায় লেকের ধারে একটু বেড়াবার উদ্দেশ্যে। বাবুজীর কান্না শুনে লোফারের হাত থেকে তাকে উদ্ধার করে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হ'ল ?"

বাবুজী কাঁদতে কাঁদতে নালিশ জানাল, "দেঁখুন না, আঁমার দাঁত তুঁলে নিতে চাঁয় !"

"মানে ?" হঠাৎ বাবার বুদ্ধি খেলে গেল লোফারের দিকে তাকিয়ে, "ও, তাই দিদি বলছিলেন ওঁর ভাঙা দাঁত তুমি জোড়া দিতে চেনা ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছ ! শয়তান ছেলে, কি মতলব বল্ ?".

লোফার ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সত্যি কথা বলল। পিসী সরস্বতী পূজোয় চাঁদা দিয়েছেন, পিসী চিড়িয়াখানায় কত খরচ করেছেন, তাই পিসীর কাজটা যাতে বিনা পয়সায় হয়ে যায় সে তাই দেখছিল।

বাবার মুখে চাপা হাসি দেখা দিল। হাসি চেপে গম্ভীরভাবে তিনি লোফারের কাছ থেকে দাঁতের পাটি চেয়ে নিয়ে বললেন, "তোমার মাথাটা এত খেলিও না। বিপদ হবে। দাঁত আমি নিয়ে

যাচ্ছি। ঠিক করে আনব। পয়সাকড়ির কথা দিদিকে বলতে হবে না। যা লাগে আমি দিয়ে দেব।”

লোফার হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। বাবা চলে গেলে সে শিসে গান গাইতে গাইতে বাড়ী ঢুকল। যাবার আগে অবশ্য বাবুজীর গালে পটাং করে একটা চড় কষিয়ে দিল।

সাত

পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। ঘটা করে পূজো করলেও লোফারেরা দু-একজন কাত হ’ল। লোফার মানে মানে পাশ ক’রে গেল এবার। তারপর সে কি আনন্দ তার! হেলে হেলে বেড়ায়, পিসীর কাছে যেয়ে নিরিবিলিতে বসে গল্প করে, কি কঠিন প্রশ্ন হয়েছিল এ বছর, লোফার কি মাথা খাটিয়ে উত্তর দিয়েছিল।

বই কিনবার সময়ে লোফার বাবাকে বলল, “টাকা আমার হাতে দাও। অরুর বাবা অরুর হাতে বই কেনবার টাকা দিয়েছেন। ওর সঙ্গে আমি দোকানে যাব।”

বাবা ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। মা চন্দনকে পড়াতে বসিয়ে-ছিলেন, বললেন, “আহা, দাও না ওকে টাকা। ওর তো দোকানপাট করতে শেখা চাই।”

বাবা বিরক্তভাবে অল্প কিছু টাকা ওর হাতে দিয়ে বললেন, “আগে এই কয়েকখানা বই ঠিকমত কিনে আন তো। তারপর দেখা যাবে।”

খাওয়া-দাওয়া তাড়াতাড়ি সেরে লোফার কাপড় পরে অরুর সঙ্গে দোকানে রওনা হ’ল।

বাড়ীর থেকে একটু দূরে বড় বড় দোকান। সেই দিকে যাচ্ছে তারা। লোফার পাশ করেছে শুনে পিসী একটা উপহার দেবেন বলেছেন। কি নেওয়া যায়, সেটাও দেখে আসবে।

লোফার বকবক করে বকতে বকতে পথ চলেছে, "দেখ্, যেদিন থেকে পিসী আমাদের বাড়ী এসেছেন না, সেদিন থেকে আমার ভাগ্য খুলে গেছে, ভাই। আগে বাড়ীর লোক আমায় গ্রাহ্য করত না। জানিস্ই তো, আমার বাড়ীর লোকেরা কেমন খারাপ। এখন কেউ আমাকে ঘাঁটায় না। পিসী সর্বদা আমার পক্ষ নেন। তাছাড়া, দেখলি তো এবার কেমন পাশ করে গেলাম। গতবার অঙ্কে ফেল করায় অনেক ব'লে-ক'য়ে প্রোমোশন পেয়েছিলাম।

অরুও যোগ দিল, "চাঁদাও পাচ্ছিস কত !"

লোফার উৎসাহ পেয়ে বলল, "চিড়িয়াখানায় কেমন ফুর্তি হ'ল ?"

লোফারের গালে তখনও চিলের আঁচড়ের দাগ জ্বলজ্বল করছে। অরু বলল, "তুই তো চিলের আঁচড় খেলি, জলে ডুবলি, তোর ফুর্তি কি আর হ'ল, বল ?"

লোফার উত্তেজিত হয়ে বলল, "বা রে, প্রত্যেকবার শুধু শুধু যাই, শুধু শুধু ফিরি ; এবার অন্যরকম হ'ল তবু তো !"

কথা বলতে বলতে দু'জনে একটু দূরেই এসে পড়ল বাড়ী থেকে। ট্রামের লাইনের পাশে একটা মাঠ। সেখানে কানাত ফেলে ছোটদরের একটা মেলা হচ্ছে। গেটে নানারকম ছবি-আঁকা সাইন বোর্ড। তেলের পিপের মত একটা লোক ড্রাম পিটিয়ে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে—"আ যাও, আরে আ যাও।"

লোফারের দিকে চোখ পড়ায় সে মুচকি হেসে হাত নেড়ে ডাকল, "এসো না খোকা, কত ভাল জিনিস দেখবে। কত ভাল খেলা খেলবে। লটারীতে টাকা পাবে, জিনিস পাবে।"

লোফার অরুকে বলল, "চল না, যাই।"

অরু রাজী হ'ল। ঢুকবার মাশুল একআনা। দু'জনে মধ্যে চলে গেল।

অতি বাজে মেলা। শরবত মিষ্টির দোকান, সস্তা চুড়ি খেলনা ছিট; অ্যালুমিনিয়াম ও কাঁচের বাসনপত্র। এক কোণে তাঁবুতে মড়া-খেকো বাঘ, তার আলাদা পয়সা দেখুনী। একপাশে ভাগ্য-পরীক্ষার খেলা হচ্ছে। তীর ধনুক, পাশা নিয়ে রাজ্যের খেলা।

কাঠের বোর্ডে নম্বর আঁটা, চাকতি ঘুরিয়ে দিতে হয়। যেখানে থামে সেখানে পয়সা হয় ওঠে, নয় লোকসান যায়। এর মধ্যে লোফারেরা শরবত খেয়েছে দু-তিনবার। লোফারের খিদে পাওয়াতে খাবারের দোকানের বাজে মিষ্টিতে পেট ভরিয়েছে। পয়সা খরচ করে করে দু'জনে বামন বীর, বাঘ, জোড়া ছেলে, এই সমস্ত দেখেছে। লোফার দু'টাকা দিয়ে রেফারীর বাঁশী কিনেছে, অরু কিনেছে ব্যাগাটেল্ খেলা। বই-এর টাকা থেকে পয়সা উড়ছে।

লোফার আর অরু আইসক্রীম কিনে এক গাছের তলায় বসল। লোফার বলল, "দেখা যাক, কত টাকা আছে আর। বাবা এমন কিপ্‌টে, কিছুতে বেশী টাকা দিলে না। মাত্র ক'খানা বই-এর দাম দিয়েছে, আর বাসভাড়া।"

পয়সার ব্যাগ খুলে লোফারের চক্ষুস্থির। মাত্র একটি টাকা আর কয়েক আনা পয়সা পড়ে আছে। অরুর হাতেও বেশী টাকা ছিল না। তার বাবাও ওইভাবেই টাকা দিয়েছিলেন। তারও অবস্থা একই রকম।

"এখন কি করা যায়?" লোফার বলে উঠল, "চল্, লটারি খেলি, তা'হলে টাকাগুলো উঠে আসবে।"

অরু বলল, "যদি হেরে যাই?"

লোফার আশাবাদী মানুষ। সে জোর দিয়ে বলল, "না না। হারব কেন? দেখছিস্ না, পিসী আসার পরে আমার ভাগ্যটা খুলে গেছে। ঠিক জিতব!"

দু'জনে কাঠের বোর্ডের ধারে গেল আইস্ক্রীম শেষ করে। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল দু'জনেই মাথা নামিয়ে, মেলা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। হাতে একটি কানাকড়িও নেই। শেষ পয়সাটা পর্যন্ত তারা মরিয়া হয়ে আশায় আশায় খেলেছিল।

এখন কি করা যায়, ভাবতে ভাবতে দু'জনে খানিকটা এগোল আরও। অরু বলল, "একি করছিস্? বাসের পয়সা নেই। ফিরতে হবে না?"

লোফার কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, "ভাই, কি করে ফিরব, বল্? টাকাগুলো এমনি করে যাবে জানলে কি আমরা মেলায় ঢুকি!"

এমন সময়ে একটা হৈ হৈ শব্দ উঠল।

রাস্তার ধারে একখানা কাপড়ের দোকান। কয়েকটি লোক সেখানে বিয়ের বাজার করতে বসেছে। তাদের সঙ্গে দোকানীর বচসা লেগেছে। খদ্দের দাম কষাকষি করায় দোকানী চটে গিয়ে বলেছে, "মশায়, এ কলকাতার দোকান। এখানে দামাদামি করে না কেউ। দু'পয়সার খদ্দের আপনারা। শ-এর জিনিস চান কেন?"

সঙ্গে সঙ্গে লোক কয়টিও রুখে দাঁড়িয়ে বলতে আরম্ভ করেছে, "শুন্লা, শুন্লা কয় কি? আমরা নাকি পইসার খদ্দির?—আসেন দেহি, আপনে কেডা বুঝায়া দেই।"

অন্য খদ্দেররাও বলল, "এ ভারি অন্যায় কথা। কাপড় বিক্রি করবেন, অথচ মুখে লম্বা লম্বা কথা আপনার। খদ্দের লক্ষ্মী। খদ্দেরকে এমন কথা বলে কেউ?"

লোক কয়টি ধেয়ে দোকানীর জামার কলার ধরল, "লম্বা কথা ছুটায়া দেই, দেহি।"

দোকানী ধাক্কা দিয়ে একজনকে ফেলে দিল। তারপর দোকানীর লোকেদের সঙ্গে লোক কয়টির খণ্ডযুদ্ধ বেধে গেল। রাস্তার লোকেরা যোগ দিল। এর মধ্যে দোকানটি দিব্যি লুট হয়ে গেল। যারা মজা দেখতে এসেছিল, তারা যে যার মত কাপড়-চোপড় টেনে নিয়ে সরে পড়ল।

লোফার অরু হাঁ করে মজা দেখছিল। কাপড় লুট হচ্ছে দেখে লোফার বলল, "কিরে, আমরা নেব নাকি? সবাই নিচ্ছে।"

অরু বলল, তাহলে বাড়ী যেয়ে বলা যেত, বই-এর টাকায় কাপড় কিনেছি। আমি পাহারা দিই, তুই নিয়ে আয় টেনে।"

লোফার একটু ভেবে বলল, "না, তা করা চলে না। সেটা খারাপ কাজ হয়। কেউ যদি আমাদের দেয়, তবেই নিতে পারি। সেটা তখন হবে উপহার।"

লুটের মাল তাদের ডেকে কেউ দেবে, সেই আশায় তারা কিছুক্ষণ হা-পিত্যেশে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু, কার দায় পড়েছে? এর মধ্যে পুলিশের গাড়ী দেখা দিল। আর দেরি করা উচিত নয়। দু'জনে বিষণ্ণ-মুখে বাড়ীর দিকে রওনা হ'ল।

একটু যেতেই দেখা গেল, ব্যস্তভাবে একজন লোক ছুটে আসছে। হাতে তার গামছাবাঁধা কাপড়ের পোঁটলা। সে বলল, "কি খোকারা, কাপড় নেবে?—দূর ছাই, এ যে পোঁটলায় ধরে না! এদিকে পুলিশও এল!" পালাতে যেয়ে লোকটির পোঁটলা থেকে দু'একটা কি খ'সে পড়ল। সে থামল না, বলে গেল, "তোমরা ওসব নাও।"

একটা বাস থামিয়ে লোকটা দেখতে দেখতে হাওয়া হয়ে গেল।

লোফার দেখল, একখানা গোলাপী রঙের চওড়া-পেড়ে শাড়ী,

হলদে রেশমের ফ্রক একটা, আর একখানা গামছা লোকটি ফেলে গেছে।

লোফার—"দেখ্ কাণ্ড, ধুতি হলেও তো বলা যেত, বই-এর টাকা দিয়ে নিজেদের জন্যে কিনেছি। জামা-কাপড় ছিঁড়ে-খুঁড়ে গেছে কিনা।"

অরু—"আমরা অবশ্য ধুতি পারি না, বলা যেত তাও, শখ করে কিনেছি। এখন এগুলো দিয়ে কি করি?"

লোফার মাথা খাটিয়ে বলল, "দেখ্, আমাদের যখন সেধে দিয়ে গেল, তখন নিয়ে নি। ভালই হবে, আমার বাড়ী ফ্রক পরার লোক নেই। শাড়ীখানা আমি নিই, পিসীকে উপহার দেব। বাবা তার দিদিকে খুব ভালবাসে, কাজেই খুশী হবে। তাছাড়া পিসী আমাকে কত কি দেন, পিসীকেও আমার কিছু দেওয়া উচিত। তুই তোর বোনকে ফ্রকটা দিস্, মাকে গামছা। বেশ হবে। নিজেদের জন্যে জিনিস না কিনে অন্যের জন্যে কিনলে আমাদের মান বাড়বে। টাকারও হিসেব দেওয়া চলবে।"

দু'জনে মহা আনন্দে কাপড়-চোপড় নিয়ে বাড়ী গেল। লোফারের বাবা ভাগ্যক্রমে তখনও ফেরেন নি। পিসী ও মা বারান্দায় বসে চা খাচ্ছেন। লোফার পিসীর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আদুরে সুরে বললে, "পিসী, আপনার জন্যে এই শাড়ীখানা এনেছি।"

কট্‌কটে গোলাপী শাড়ী, ডগ্‌ডগে হলুদ আধ-হাত চওড়া পাড়। মা দেখে শিউরে উঠলেন। পিসী আহ্লাদে গলে যেয়ে বললেন, "আহা এই শিশু নিজের জন্যে কিছু না কিনে আমার জন্যে কাপড় এনেছে! আহা, আহা!"

মা সামলে নিয়ে বললেন, "ভালই করেছ। নিজের খাওয়া-পরা

ছাড়া অন্যের বিষয় ভাবতে শিখেছ, দেখে খুশী হচ্ছি। কিন্তু, এমন রং-চঙে কাপড় আনলে কেন পিসীর জন্যে ?"

পিসী হাতমুখ নেড়ে বললেন, "ছোট শিশু নিজে যেমন পছন্দ করে, তেমনটি বেছে এনেছে কিনা।"

মা বললেন, "টাকা পেলে কোথায় ? বুঝি—?"

লোফার একগাল হেসে উত্তর দিল,"বই-এর টাকা দিয়ে কিনেছি। পিসী আমাকে এত দেন, আমি কিছু দিতে পারিনে। তাই ভাবলাম, বই-এর টাকা পরে বাবা দেবে আবার।"

পিসী চোখ কপালে তুলে বললেন, "আহা, কি উচ্চমনের ছেলে !"

মায়ের তবু সন্দেহ মিটে যাচ্ছিল না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "বই-এর জন্যে তোমার বাবা তো অল্প টাকা দিয়েছিলেন। এত দামের কাপড় এল কোথা থেকে ?"

লোফারের মুখ শুকিয়ে গেল। লোফার ফ্যাকাশে মুখে এধার-ওধার চেয়ে, আমতা-আমতা করে বললে,"এই—মানে আর কি—হ'ল কিনা—মানে, নিলেমে কিনেছি কিনা, তাই সস্তা।"

মা আকাশ থেকে পড়লেন,—"সেকি, নূতন কাপড়ের আবার নীলাম হয় নাকি ?"

পিসী লোফারকে বাঁচালেন—"ও বলতে চায় 'সেল'-এ কিনেছে। তাই কম দামে পেয়েছে, না খোকন ?"

লোফার বেঁচে যেয়ে বললে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাই।"

মা তবু কেমন কেমন যেন করেন, "এমন বিশ্রী রংএর শাড়ী আনলে কেন ? যাও, পাল্টে একখানা কালপাড় সাদা শাড়ী নিয়ে এস।"

লোফার যেন অগাধ জলে পড়ল। এবারেও পিসী তাকে বাঁচিয়ে দিলেন, "না, না। যা ভালবেসে এনেছে, তাই থাক।"

মা অপ্রতিভ হয়ে বললেন,"এ কাপড় তো আপনি পরতে পারবেন না। তাই বলছিলাম...."

পিসী—"কেন পারবো না। বাড়ীর মধ্যে পরে থাকব, কে দেখতে আসছে! না হয় রাত্তির বেলা পরে শোব।"

মা আর কথা বাড়ালেন না। পিসীর জন্য ছেলে কাপড় এনেছে। পিসী খুশী হয়েছেন। তাঁর বেশী কথা বলা উচিত নয়।

সন্ধ্যার পরে বাবা ফিরলে পিসী আনন্দে ডগমগ হয়ে কাপড় দেখাতে গেলেন, "ও অবিনেশ, দেখ। খোকন কেমন কাপড় এনেছে আমার জন্যে।"

বাবা প্রথমে অবাক, পরে খুব ভাবিত হয়ে পড়লেন।

বাবা বললেন—"দেখ দিদি, আমার সন্দেহ হচ্ছে। খোকন বই-এর টাকাগুলো নষ্ট করে কোথা থেকে কাপড়খানা যোগাড় করে এনেছে।"

পিসী জিব কেটে বললেন, "ছিঃ অবিনেশ, নিজের ছেলেকে এমন হীন সন্দেহ করে পাপী হোয়ো না।"

বাবা বললেন—"তুমি ওকে জানো না, দিদি। তাই এমন কথা বলছ। ও একটি চীজ।"

পিসী তেজের সঙ্গে বল্লেন, "এ তোমার ভারি অন্যায়, অবিনেশ। ছোট ছেলে তো দুরন্ত হবেই। তাই বলে সে কিছু মন্দ হয়ে যেতে পারে না। আমি দেখছি সদা-সর্বদা। এমন বড় মন দেখা যায় না। চমৎকার ছেলে!"

বাবা দুঃখে মাথা নেড়ে বললেন, "তুমি ওকে মাত্র কয়েকমাস দেখছ। আমি যে দেখছি ওকে দশ বারো বছর। যাক, তোমাকে বলে লাভ নেই। তুমি একদিন নিজেই টের পাবে ও কেমন চীজ একটি।"

পিসী বাবার কথা গ্রাহ্য করলেন না।

আট

লোফারদের স্কুল নূতনভাবে আরম্ভ হয়েছে। লোফার যাতায়াত করছে নিয়মিত। নূতন বই কেনা হয়েছে। বাবা নিজে গিয়ে এবারে কিনে এনে দিয়েছেন।

পিসীর চোখে লোফার এখন দেবতা বললেই চলে। রোজ খানিকটা সময় লোফারের সঙ্গে পিসী কাটান। লোফার যা বলে, শুনে যান তিনি। প্রত্যেকটি কথা বিশ্বাস করেন। লোফারকে একটা 'ঝরণা কলম' কিনে দিয়েছেন, ক্লাসে ওঠার পুরস্কার বলে। গোলাপী শাড়ীখানা যত্ন করে তুলে রেখে দিয়েছেন পিসী। মাঝে মাঝে বার করে বাড়ীতে পরেন। চাকর-বাকর হাসে। পিসী লক্ষ্য করে দেখেন না।

স্কুলে লোফার যেত। পথে রোজ দেরি হ'ত তার। পথের দু'পাশে কি ঘটছে-না-ঘটছে দেখা চাই ওর। ব্যাং কি ফড়িং দেখলে রক্ষা নেই। তখনি ধরার আশায় ছুটবে। জামার দুই পকেটে পাথরের নুড়ি, শেওলা, মরাপোকা আর মার্বেলে ভর্তি। টমির সঙ্গে কিছুক্ষণ খেলা করে, দাদাকে জ্বালাতন করে, চন্দনকে আদর করে স্কুলে যেতে যেতে বেলা কাবার! একটা-দুটো ক্লাশ শেষ। বাধ্য হয়ে ক্লাশের মাস্টারমশাই চিঠি দিলেন বাড়ীতে।

তারপর থেকে বাবা রোজ অফিসে যাবার আগে লোফারকে জোর করে ধ'রে গাড়ীর মধ্যে পুরতেন। তারপর স্কুলে নামিয়ে, ও স্কুলে ঢুকছে দেখে তবেই অফিস যেতেন। লোফার বন্দী হয়ে হাঁসফাঁস করে মরে আর কি। বাড়ী ফেরার পরে বিকাল বেলায় অরু, শঙ্কু, পিকু, অবুর কাছে হা-হুতাশ করে বাবার অত্যাচারের বর্ণনা দেওয়া ছাড়া ওর কিছু আর করার রইল না।

এমনি মন খারাপ করা দিনগুলোতে একদিন অঙ্কের ক্লাশে বসে থাকতে ভাল লাগল না। আগে ইংরেজীর ঘণ্টায় সে একবার ছুতো নিয়ে ক্লাসের বাইরে যেতে চেয়েছিল। মাস্টারমশাই যেতে দেন নি।

অঙ্কের মাস্টারমশাই একটা কঠিন অঙ্ক বোর্ডে ক'ষে বোঝাতে গিয়ে গুলিয়ে ফেলেছেন। দর্-দর্ করে ঘামছেন, আর রুমাল বার করে ঘাম মুছে আবার খড়ি হাতে নিচ্ছেন। মুখেচোখে খড়ির দাগ। লোফার আড়চোখে তাঁর অবস্থাটা লক্ষ্য করে, ধাঁ করে উঠে বলল, "স্যার, বড় তেষ্টা পেয়েছে। একটু জল খেয়ে আসি? যাব আর আসব।"

মাস্টারমশাই অন্যমনস্কভাবে বললেন, "যাও। দূর ছাই, পরের সিঁড়িটা মেলে না যে!"

লোফার ততক্ষণে হাওয়া। প্রথমে বেরিয়ে মাঠে যেয়ে একচক্কর ঘুরল। তারপর শিস কেটে কেটে, হেলে-দুলে খানিকটা পায়চারি করল, ধীরে-সুস্থে। ফুলের গাছে হাত দেওয়া নিষেধ। তাও কিছু ফুল ছিঁড়ে পকেটে লুকোল। তারপর মালীর গাছে কুল পাড়তে উঠল। মালীর ছেলে হেডমাস্টার মশাইকে বলে দেবার ভয় দেখানোতে নেমে আসতে বাধ্য হ'ল। টিফিনের ঘরে জল খেয়ে, জলের কলে আঙ্গুল টিপে সারা ঘরে জল ছিটিয়ে রাখল। ততক্ষণে অঙ্কের ক্লাশ শেষ হয়ে গেছে। ঘণ্টা পড়েছে।

লোফার ভিজে জুতো থপথপ করে রওনা হ'ল ক্লাশের দিকে। মাস্টারমশাই শেষ পর্যন্ত অঙ্কটা বোঝাতে পারলেন কিনা, কে জানে? যাই হোক, মজাটা কি হ'ল, যেয়ে শোনা যাক।

পথে ক্লাস ফাইভের ঘর পড়ে। কাঁচের জানালার নীচে কাল কাঠ। লোফারদের একটি প্রিয় খেলা হচ্ছে, কাঁচ বাঁচিয়ে ওই কাল কাঠে মার্বেলের ঘা দেওয়া, যাতে গুলিটা কাঠে লেগে ফিরে

আসে, কাঁচ বাঁচে। টিপ ভাল হ'লে তবেই এই খেলাটা খেলা যায়।

লোফারের হাত সুড়সুড় করে উঠল। তার পকেটে সর্বদা নানারকম গুলি মজুত থাকত। সে একটা গুলি বার করল। ঘণ্টা পড়েছে। মাস্টারমশাইরা ক্লাশে যাননি এখনও। একটু হাতের টিপ পরীক্ষা করে নিলে ক্ষতি কি?

সাঁই করে ছুটল গুলি, টক্ করে লাগল গুলি। কাঠে নয়, কাঁচে। ঝনাৎ ঝনাৎ শব্দে তু'খানা কাঁচ ভেঙে পড়ল।

হৈ-হৈ শব্দে ক্লাশ ফাইভের ছেলেরা বার হয়ে এসে দেখল, লোফার পালাচ্ছে। মালীর ছেলে সাক্ষী দিল সে গুলি ছুঁড়তে দেখেছে। ড্রিল-মাস্টারমশাই মাঠের ওপাশে ছিলেন। তিনিও দেখেছিলেন।

হেডমাস্টার মশাই-এর ঘরে লোফারের বিচার হ'ল। পাঁচ টাকা জরিমানা। সেই টাকায় কাঁচ সারানো হবে।

লোফার মহা বিপদে পড়ল। বাবা কিছুদিন হ'ল তার ওপরে বিরক্ত হয়েছেন। পিসীর দাঁত সে ভেঙে ফেলায় বাবা বহুত টাকা খরচ করতে বাধ্য হয়েছেন! বই কেনবার টাকা সে নষ্ট করেছে একবার। এখন বাবার কাছে জরিমানার টাকা চাওয়া মানে বাবাকে চাপ দেওয়া। তা ছাড়া, সে আবার তুষ্টুমি করেছে শুনলে বাবা দারুণ চটে যাবেন। লোফার ঠিক করল, বাবাকে জরিমানার কথা বলা চলবে না। টাকাটা যোগাড় করতে হবে।

পিসী তার জন্য অনেক খরচপত্র করেন। পিসীর কাছে ফের চাওয়া ভাল কি? পিসী তাকে ভালবাসেন, মস্ত লোক বলে মনে করেন। সে শাস্তি পেয়েছে, সে অন্যায় করেছে, শুনলে পিসী মনে কষ্ট পাবেন। পিসীকে বলা চলে না।

দাদার কাছে টাকা চেয়ে লাভ নেই। দাদার হাতে সে কখনও টাকা থাকতে দেখেনি জন্মে। চন্দন বাচ্চা, কানাকড়ির মুরোদ নেই ওর। মাকে বলা মানেই বাবাকে বলা।

লোফার মঞ্জুকে ধরল, "আমাকে পাঁচটা টাকা ধার দেবে ?"

মঞ্জু জিভ ভেংচে বলল, "ইস্, আমি কিনা বেজায় টাকার মানুষ! থাকলেই বা তোকে দিতাম কেন ? তোকে দেওয়া মানে, টাকা জলে ফেলা।

অবুর সঙ্গে পরামর্শ করল লোফার। অবু মুখ ফ্যাকাশে করে বলল, "আমার কাছে পাঁচ আনা পয়সা মাত্তর আছে। যদি কাজে লাগে,নে।"

লোফার ভেবে বলল, "না ভাই, অমনি করে কি পাঁচ টাকা তোলা যায় ?"

অবু বলল, "পিসীর কাছে চাওয়া ছাড়া উপায় নেই।"

লোফার বলল, "আমি জানালার কাঁচ গুলি ছুঁড়ে ভেঙেছি, জানলে পিসী মনের দুঃখে জান দেবেন।"

অবু বলল, "তোর যা মাথা! একটা কিছু বানিয়ে বলে দিস্।"

দুজনে ঠিক করল পিসীর মনে কষ্ট দেওয়া ভাল হবে না। তাই মিথ্যা বললে দোষ নেই।

পিসী সন্ধ্যাবেলা বারান্দায় বসে আছেন। কাছে কেউ নেই। লোফার এসে বসল পাশে।

পিসী একা একা বসেছিলেন। লোফারকে দেখে খুশী হয়ে কথাবার্তা শুরু করলেন। কিন্তু, আজ লোফার চুপচাপ, কেমন মনমরা। আগামী কাল পাঁচটাকা দাখিল করতে হবে তাকে। সে ভেবে ভেবে কূল পাচ্ছে না।

পিসী লক্ষ্য করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "খোকন, তোমার কি শরীর খারাপ ?"

"না।"

"কেউ মারধোর করেছে?"

লোফারের হাসি পেল। সে কি চন্দন যে লোকে তাকে মারধোর করে পার পাবে? কোন মতে হাসি চেপে মুখখানা প্যাঁচার মত করে ও বলল, "না।"

মন খারাপ হলে বড়রা যা যা করেন, লোফার একে একে তার অনুকরণ শুরু করল। ঘন-ঘন লম্বা-লম্বা নিঃশ্বাস ফেলতে আরম্ভ করল। মাথায় হাত রেখে এলিয়ে বসল। প্যাঁচার মত মুখ মাটির দিকে নামিয়ে রাখল।

পিসীর চোখে পড়বেই লোফারের এমনধারা ভাব। পিসী বল্লেন, "কি হয়েছে?"

লোফার মুখটা আরও গম্ভীর করবার চেষ্টায় বলল, "থাক, সে কথা শুনলে আপনার মনে কষ্ট হবে।"

পিসী ব্যাকুল হয়ে উঠলেন, "কি হয়েছে?"

লোফার ভঙের সুরে বলল, "আপনি বলেছেন, ভগবানকে ডাকলে বিপদ কেটে যায়। তাই আমি ভগবানকে ডাকছি।"

লোফারের ভক্তিভাব দেখে পিসী সন্তুষ্ট হলেও ভয়ে অস্থির হয়ে উঠলেন লোফারের কথার ধরন দেখে। তিনি ব্যস্ত হয়ে পীড়াপীড়ি করলেন, "বল না আমাকে, কি হয়েছে?"

লোফার হু-উ-স্ করে নিঃশ্বাস টেনে বলল, "নাঃ! সে কথা বলা চলে না। লোক জানাজানি হবে।"

"না, না। আমি কাউকে কিছু বলব না। আমাকে বল।"

আশ্বাস পেয়ে লোফার চাপা গলায় বলল, "কাল স্কুল থেকে আমার নামটা কাটা যাবে।"

পিসী চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন, "অ্যাঁ! সে কি! কেন, কেন?"

লোফার বলল—"এ মাসের মাইনে দেওয়া হয়নি। কালকের মধ্যে না দিলে নাম কেটে দেবে।"

পিসী বললেন—"আজ মাসের তেইশে। এখনও মাইনে দেওয়া হয়নি কেন?"

লোফার বলল—"আপনি কাউকে বলবেন না যেন। বাবা শুনলে মনে দুঃখ পাবে। বাবার হাতটান পড়েছে। টাকাকড়ির অভাবে আমার মাইনে দিতে পারেনি।" লোফার বাবাকে মনঃকষ্ট দেবে না স্থির করার ফলে ধরে নিল এ মিথ্যা বলায় অন্যায় নেই।

পিসী বললেন—"ছি, ছি! ধিক, ধিক! গাড়ী চড়ে বেড়াচ্ছে, ঝি-চাকরের কমতি নেই। অথচ এইটুকু শিশুর বেলায় টানাটানি! সকলের আগে লেখাপড়ার খরচটা হাতে রাখে লোক। মাইনে কত?"

লোফার বলল—"পাঁচ টাকা।"

পিসী গালে হাত দিলেন, "এই সামান্য কয়েকটা টাকা বাকী রেখে ছেলের সর্বনাশ করছে? ইস্, আমার ভাইয়ের এত ছোট মন! যাক, আমি টাকাটা দিয়ে দিচ্ছি। এ নিয়ে তোমার বাবাকে কিছু বলার দরকার নেই।"

লোফার তো তাই চায়।

সারা রাত পিসীর ঘুম হ'ল না। ভাইয়ের অবস্থা এত খারাপ, দেখে কিন্তু মনেও হয় না। পিসীর নিজস্ব টাকা আছে, কিন্তু ভাইয়ের সংসারে একটি পয়সা দিতে দেয় না তাঁকে। অথচ, এতই টানাটানি যে, ছেলেটার স্কুলের মাইনে বাকী! আহা, ছেলেটার কি অপমান! একটু হলেই নাম কাটা যেত। ভাগ্যি, তিনি ঠিক সময়ে জেরা করে

ব্যাপারটা জেনে নিয়েছিলেন। ছেলেমানুষ, তায় সরল, লুকোতে পারেনি।

এ-ও বলা যায় যে, গাড়ী চড়ে বেড়িয়ে ছেলের মাইনে বাকী রাখা ভারি অন্যায়। ফিট্‌ফাট্ কাপড়-চোপড়, ভাল খাওয়া-দাওয়া, ঝি-চাকর কোনটাই বাবু কমাবেন না। খালি ছেলের মাইনে দেবার বেলায় টাকা নেই? তাঁর ভাই অবিনাশ যে এমন হবে, কে জানত?

এইসব কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করা লজ্জার বিষয়। কিন্তু বড়-বোনের কর্তব্য ভাইকে শাসন করা, হোক না ভাই আধ-বুড়ো। তাই জেনে-শুনে চুপ করে থাকা অধর্ম। তাছাড়া, ভাইকে তিনি কিছু সাহায্য করতে পারেন, ভাইয়ের ঘাড়ে চেপে শুধু না খেয়ে। খোকন অবশ্য নিষেধ করেছে বলতে বাবাকে। বললে ভাই লজ্জাও পাবে। কিন্তু, লজ্জা পাওয়াই তার উচিত। তিনি চুপ করে থাকলে অন্যায় হবে।

সকালে চা খাওয়ার পরে যে যার ঘরে উঠে গেলে, পিসী চটি ফট্‌ফটিয়ে ভাইয়ের কাছে এলেন। মুখের ভাব তাঁর বিষণ্ণ ও গম্ভীর।

ভাই বসে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। দিদিকে দেখে কাগজ মুড়ে মুখের দিকে চাইলেন।

পিসী খুব গুরুগম্ভীরভাবে চাপা গলায় বললেন, "দেখ অবিনেশ, আমি তোমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়।"

নূতন কথা কিছুই নয়, সবাই জানে। বাবা কোন জবাব না দিয়ে অবাক হয়ে পিসীর দিকে চাইলেন। পিসী আস্তে আস্তে বলে চললেন, আমি তোমাকে সাহায্য করতে তো পারি। আমি তোমার পর নয়। আমার কাছে আসল কথা লুকিয়ে রেখেছ কেন?"

বাবা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি লুকিয়েছি?"

পিসী উত্তেজিত হয়ে বললেন, "তুমি কচি খোকাটি নও। আমি কি বলতে চাই, তুমি বেশ বুঝেছ।"

বাবা বললেন—"তুমি কি বলতে চাও, দিদি? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।"

পিসী আরও উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, "আমি তোমার দিদি। আমার উচিত তোমাকে কর্তব্য শেখানো। গাড়ী চালাও তুমি, বড়লোকের মত থাক, অথচ ছেলের স্কুলের মাইনে বাকী রাখো! আজ আমাদের বাবা বেঁচে থাকলে তিনি মরমে মরে যেতেন লজ্জায়, তোমার ব্যবহার দেখে।"

বাবা কাগজ ফেলে উঠে দাঁড়ালেন, "কি বললে? আমি ছেলের স্কুলের মাইনে বাকী রেখেছি? ছেলের ইস্‌কুল? ও বুঝেছি! খোকন কি বলেছে তোমাকে?"

পিসী একটু নরম হয়ে বললেন, "ওকে গালমন্দ কোরো না। ও বেচারী বলতে চায়নি। আমি জোর করে কথাটা আদায় করে নিয়েছি। আমার টাকা থেকে লাভ কি, অবিনেশ? সবই তো তোমাদের। আমি কিছু টাকা মাস মাস সংসারে দেব—"

বাবা তখন রাগে থরথর করে কাঁপছেন—"নিজের বাবার নামে এত বড় মিথ্যা যে ছেলে বলে, সে কুলাঙ্গার। কত টাকা দিয়েছ ওকে বল?"

"ওর মাস মাইনে পাঁচ টাকা মাত্র।"

"তুমি কি জানো না, ওর মাইনে আট টাকা, পাঁচ টাকা নয়। মাসের তিন তারিখের মধ্যে আমি নিজের হাতে সে টাকা দিয়ে আসি।"

পিসী আশ্চর্য হয়ে বললেন, "বল কি? ও কি আমাকে মিথ্যা বলেছে? এইটুকু শিশুর মিথ্যা বলে লাভ কি?"

বাবা বললেন—"মিথ্যা বলেছে। হয়তো গুণধর স্কুলে কীর্তি করে জরিমানার ভাগী হয়েছে। আমাকে বললে বকুনি খাবে। তোমাকে ভালমানুষ পেয়ে, মিথ্যা বলে টাকাটা বার করেছে। দেখলে দিদি, বলেছিলাম যে, ও কি চীজ তুমি একদিন টের পাবে। আমার কথা ফললো কিনা ?"

পিসী যেন মাটিতে বসে পড়লেন। তাঁর আদরের লোফারের স্বভাব এইভাবে ওঁর কাছে প্রকাশ পাওয়াতে উনি ভেঙে পড়লেন। ভাঙা সুরে শুধু বললেন, "এ-ও কি সম্ভব ?"

বাবা চটে উঠে তেড়ে বললেন, "তোমার যে দেখছি আমার চেয়ে ওকেই বেশী বিশ্বাস ! আদর দিয়ে মাথায় তুলেছিলে, কি গুণ বাছার দেখ ! নিজের বাবার নামে এমন হীন কথা যে ছেলে বলতে পারে, তাকে উচিত মত শিক্ষা আজ দেব আমি।"

লোফারের বিপদ দেখে পিসী তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বাবাকে বাধা দিলেন, "না অবিনেশ, ওকে কিছু বোলো না। শিশু তো দোষ করবেই। আমি ভগবানকে রোজ ডাকব ওকে সুবুদ্ধি দেবার জন্যে। দেখ, তাহলে আপনা থেকেই ওর দোষ চলে যাবে। বরঞ্চ, রোজ ওকে ডেকে নিয়ে প্রার্থনা করাব। যে ভগবান ওর কুবুদ্ধি দিয়েছেন, তিনিই আবার সুবুদ্ধি দেবেন। সবই ভগবানের হাত।"

বাবা পিসীর বাধা কানে তুললেন না, বললেন, "ভগবানের হাতের আগে মানুষের হাতের জোর পরীক্ষা হোক। আজ আমি কারুর কথা শুনবো না। কোথায় গেল ও ? খোকন ! খোকন !"

বাবার ডাকে সারা বাড়ী কাঁপতে লাগল। লোফার কি তখন আর সেখানে আছে ?

পিসীকে বাবার ঘরে ঢুকতে দেখে লোফার গতিক সুবিধার নয় বুঝেছিল। দরজার পাশে কান রেখে, কথা শুনে চক্ষের পলকে ছুটে

বাড়ী থেকে উধাও হ'ল। অবু পরামর্শ দিয়েছে, অবুরও হয়তো শাস্তি হবে, অবুর বাবা টের পেলে। লোফার অবুর বাড়ী গিয়ে হাজির হ'ল।

তারপরে—ছু'জনে চারতলার সিঁড়ি ভেঙে উর্ধ্বশ্বাসে ছাদে উপস্থিত হ'ল। সেখানে এক চিলেকোঠা। ছু'জনে চিলেকোঠার দরজা বন্ধ করে খিল তুলে দিল। আর ভয় কি? দরজা না ভেঙে তাদের বার করে কার সাধ্য?

নয়

সেদিন অবশ্য লোফার অথবা অবুকে দরজা ভেঙে বার করা হয়নি। গোটা দিন কেউ ওদের ধারে-কাছেও আসেনি। তাই চিলে-কোঠায় চারতলার ছাতে খাবার পর্যন্ত পাওয়া গেল না।

লোফার বিরক্ত হয়ে অবুকে বললে, "খুব অবাক কাণ্ড, না রে? কেউ ধরতেও আসছে না, বকতেও আসছে না!"

অবু পেটের জ্বালায় মেজেয় শুয়ে পড়েছিল, মিনমিন করে বলে উঠল, "সেই তো ভাল।"

"ভাল বল্ছিস কি করে? খিদেয় এখন মরি যে। এর চেয়ে যদি ধরে ছু'ঘা দিয়ে চাট্টি খেতে দিত, বেঁচে যেতাম।"

অবু বলল, "আজকাল ছেলেদের মারধোর করা বারণ।"

লোফার উত্তেজিত হয়ে উত্তর দিল, "মারধোর আবার করতে বলছে কে? চাবুক লাগানো, জলবিছুটি দেবার কথা বলছি নাকি সেকেলে লোকের মত? কানটা মলে, মাথায় একটা চড় দেওয়া, ঘরে বন্ধ রাখা, এ সব তো চলতেই পারে। তাহলে মানও বাঁচে, পেটও বাঁচে।"

অবুরও কথাটা মনে ধরল। দু'জনে পাশাপাশি শুয়ে একখানা বাড়ির ছাদের দিকে চেয়ে ঝড়ের মত নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল।

লোফার শেষে লাফিয়ে উঠল, "নাঃ, আর পারা যায় না। জীবনে কোনোদিন এতক্ষণ না খেয়ে থাকিনি। চাতালের ঘড়িতে দু'টো বাজল, শুনলি ? চল, বেরিয়ে নিজেরা ধরা দিই গে।"

দু'জনে তখন বীরের মত দরজা খুলে বার হ'ল। গা-হাত-পা ঝেড়েঝুড়ে, হাত দিয়ে চুল সমান করে, যুদ্ধে বীরপুরুষের ভঙ্গিতে ধরা দিতে নীচে নেমে এল।

কিন্তু, অবুদের বাড়ীর কোথাও কেউ তাদের ধরবার আশায় ওত্ পেতে নেই। বাবা দাদারা যার যেখানে কাজ চলে গেছেন। মা দরজা ভেজিয়ে অগাধে ঘুমুচ্ছেন। এমনকি, টমিরও কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

লোফার নিরাশ হয়ে বলল, "আমাদের বাড়ী চল্।" কিন্তু, সেখানেও একই আবহাওয়া। পুরুষেরা কেউ বাড়ী নেই। পিসীর ঘরে খিল বন্ধ। মা চন্দনের পাশে চোখ বুঁজে শুয়ে আছেন।

লোফার বুদ্ধি দিল, "দেখ, তুই বাড়ী চলে যা। আমি মায়ের কাছেই ধরা দিয়ে ফেলি। খাওয়া-দাওয়ার যোগাড় চাই তো।"

লোফার আস্তে আস্তে মায়ের পাশে বসল। মা চোখ খুলে একবার চেয়ে দেখলেন মাত্র—'হ্যাঁ-না' কিছুই বললেন না। আবার চোখ বন্ধ করে পাশ ফিরে শুলেন। এহেন ব্যবহারে লোফার অভ্যস্ত নয়, সে রীতিমত ঘাবড়ে গেল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকবার পরে লোফার গলার স্বর করুণ করবার চেষ্টা করে বললে, "ক্ষিধে পেয়েছে যে।"

মা অবহেলায় বললেন, "ঠাকুরকে বলগে।"

ঠাকুর দিবানিদ্রায় ডুবেছে। লোফারের ধাক্কাধাক্কিতে মহা চটে

বলল, "কেন দিক্‌ করছো, খোকনবাবু? টেবুলে খাবার ঢাকা আছে, খাওগে।"

সুড়সুড় করে লোফার চলে এল খাবার ঘরে। ঠাণ্ডা-শুকনো ভাত, শক্ত মাছ। খেতে খেতে ভাবল, অন্যবার বাবা শাস্তি দেন বটে, কিন্তু পরে তো মা গরম লুচি ভেজে খাওয়ান। এবারে সব কিছুই অন্যরকম।

বিকালবেলায় লোফার বা'র হ'ল না। পিসী যথাকালে চারটের সময় চা খেতে ঘরের বাইরে এলেন। কিন্তু চোখের সামনে লোফারকে দেখেও দেখলেন না। লোফার কিছু নরম-গরম উপদেশ শুনতে তৈরি ছিল, হতাশ হ'ল।

অবশেষে বাবা সন্ধ্যার পরে ফিরলেন। দুরু দুরু বুকে লোফার পড়ার জায়গায় বসে রইল। বাবা দেখেও তাকে দেখলেন না। বেশ ধীরে-সুস্থে জামা ছেড়ে, চা-খাবার খেয়ে পিসীর সঙ্গে গল্প করতে বসলেন।

পরের দিন বাবা অফিস যাবার আগে লোফার নিজে থেকে তৈরি হয়ে গাড়ীর কাছে হাজির। বাবা উদাসীন ভাবে ওর দিকে একবার চেয়ে নিজের মত গাড়ী হাঁকিয়ে চলে গেলেন। ও পড়ে রইল। পায়দলে স্কুলে যেতে হ'ল।

রাস্তা চলতে চলতে লোফার ভাবল, রোজ বাবার সঙ্গে গাড়ীতে বন্দী অবস্থায় যাওয়া কত কষ্টের বলে মনে হ'ত। আজ কিন্তু রোদের মধ্যে ঘণ্টা পড়বার আগে হাঁপাতে হাঁপাতে যাওয়া ভাল লাগছে কই? বাবা এই সময়টা তাকে ভাল হবার জন্য নানা উপদেশ দিতেন, খুব খারাপ লাগত। কিন্তু গাড়ী থেকে নামবার আগে পিঠের ওপর বাবার আদরের চাপড়ানিটা আজ না পেয়ে কেমন অসহায় বোধ হচ্ছে!

মনে হ'ল ওর, এবার ওর দোষ এতই বেশী যে বোধহয় এর জন্য শাস্তি না দেওয়াটাই শাস্তি।

কিন্তু, ওর দোষ কি ? ও মিথ্যা বলেছে ? বাবার যাতে টাকা না খরচ হয়, পিসীর মনে যাতে কষ্ট না লাগে, সেজন্য মিথ্যা বলা কি দোষ ? স্কুলের কাঁচ ও কি ইচ্ছা করে ভেঙেছে নাকি ? রোজ সেই ভাবে খেলা হয়, হঠাৎ হাত ফস্‌কে গেলে ও কি করতে পারে ?

ওর যা যা দোষ, সে-সব ওকে বুঝিয়ে দিলেই হয়। চিরকালটা ভাল ভেবে ও যা করে, সেটাই মন্দ হয়ে দাঁড়ায়। হায় রে কপাল ! লোফারের কান্না পেতে লাগল।

সেদিন সকলকে অবাক করে স্কুলে ভাল ছেলে হয়ে রইল সে। ছুটির পর একটুও দেরি না করে বাড়ী ফিরে এল। কিন্তু, তাজ্জব ব্যাপার—দাদা পর্যন্ত ওর সঙ্গে কথা বলল না। চন্দন কাছে এল না। ঠাকুর-চাকরই খাওয়া-দাওয়ার তদারক করল। মা গম্ভীর হয়ে রইলেন।

লোফার কোন রকমে সেদিনটা কাটাল। পরের দিন সকালে পিসীর কাছে বসতে এল। যদি পিসী কথাবার্তা বলেন।

মঞ্জুর ভাইপো শোভনকে উলের জামা বুনে দেবার পরে পিসী তাল তাল পাঁশুটে উল দিয়ে বাবার জন্য কার্ডিগান বুনছিলেন। লোফারকে দেখে চশমার মধ্যে থেকে একটুক্ষণ তাকিয়ে বোনাটায় ফের মন দিলেন।

লোফার আবছাভাবে বুঝল এবার সে এত বেশী অপরাধ করে ফেলেছে যে তাকে সকলেই বয়কট বা বর্জন করেছেন। লোফার মুখখানা কাঁদো-কাঁদো করার চেষ্টায় প্যাঁচার মত মুখ বানিয়ে ডাকল "পিসী !"

"বলো।" যেন অপরের এক জবাব এল।

এবার সত্যি ওর ডাক-ছেড়ে কাঁদতে সাধ হ'ল। যে পিসীর চোখে সে এতকাল কত ভাল ছিল, সেই পিসীও আজ বিমুখ।

"আচ্ছা পিসী, অন্যের ভাল ভেবে মিথ্যা বললে কি দোষ হয়?" —বললে লোফার।

পিসী সোজা হয়ে বসলেন নড়ে-চড়ে বললেন, "যে কোন অবস্থায় মিথ্যে বলাই পাপ।" পিসীর চোখে আগের মত আগ্রহ জ্বলে উঠছিল, হঠাৎ কি ভেবে যেন তিনি মিইয়ে পড়লেন। আস্তে আস্তে বললেন, "আমি সেকেলে বুড়ো লোক, ক'দিন পরে মরে যাব। আমাদের মতের সঙ্গে তোমাদের মত মিলবে না।"

পিসীর মুখে মরার কথা শুনে লোফারের মনে পড়ল প্রথম দিনটির কথা। বুড়ো মানুষেরা মারা যান, ছোটরা পেট ভরে লুচি-সন্দেশ খায়, জানা ছিল ওর। সেটাই মজা ছিল। কিন্তু এখন মনে হ'ল তাহলে তো বুড়োদের আর ফিরে পাওয়া যাবে না। পিসী যদি নাই থাকেন তবে নিত্য কালিয়া-পোলাও খেয়েও দুঃখ যাবে না। ওরে বাবা, পিসী যদি নাই থাকেন! হঠাৎ লোফার ভঁ্যা করে কেঁদে ফেলে বলল, "না, না, আপনি কখনও মরবেন না, পিসী। আমি আর মিথ্যা কথা বলবো না।"

কান্না লুকোবার জন্য সে দৌড়ে উঠে গেল। পিসী অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন বোনা বন্ধ করে।

পথে দেখা হ'ল চন্দনের সঙ্গে। মায়ের হাত খালি হয়েছে, মা চন্দনকে স্নান করাবার জন্য ডাকছেন। বাচ্চা ভাই-এর মোটা-মোটা গালে হাত বুলিয়ে লোফার বলল, "একটু খেলা করবি আমার সঙ্গে?'

চন্দন গুরুগম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "না। তুমি দুত্তু। তুমি এত দুত্তুমি কলো যে তোমাল সঙ্গে খেলা বালন। আমি দুত্তু হয়ে দাবো দে।"

অন্য দিন হ'লে লোফার ঠাস করে চন্দনের গালে একটা চড় বসিয়ে দিত, কিন্তু আজ ওর হাত উঠল না। সমস্ত বাড়ী যেন মুখভার করে থমথমিয়ে রয়েছে। একটা বারণ শাসন তার বিরুদ্ধে ঝুলছে। চন্দন চলে গেল মায়ের কাছে। বাড়ীর সকলেই একটা-না-একটা কাজ নিয়ে আছে। অথচ সকালবেলায় সে-যে লেখাপড়া না করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আজ কেউ তাকে কিছু বলছে না। হয়তো কোনদিনই তাকে কেউ কিছু বলবে না। তা'হলে সে থাকবে কি করে?

অবাক হয়ে সে দেখল কোনও দুষ্টুমির কাজ করবার ইচ্ছাও হচ্ছে না। বাধা ছিল বলেই যেন সেইসব কাজে উৎসাহ ছিল। এখন কেউ কিছু যখন বলছে না, তখন কোন কাজেই মজা বা আনন্দ নেই। যদি তার আবার দুষ্টুমি করতে ইচ্ছা হয়, তা'হলে কেউ যদি তাকে বুঝিয়ে না বলে বা বাধা না দেয় তবে কি হবে? অন্যায় কাজ করতে করতে সে দস্যু বা ডাকাত হয়ে জেলে যাবে?

লোফারের বুকের মধ্যে যেন শুকিয়ে গেল। ও তাড়াতাড়ি দাদার ঘরে গেল। দাদা খাতাপত্র ছড়িয়ে লেখাপড়া করছে। যন্ত্রপাতি নিয়ে খাতায় কি সব আঁকছে। ওকে একবার চেয়ে দেখল মাত্র।

লোফার দাদার কাছে বসে জিজ্ঞাসা করল, "কি করছ?"

দাদা কোন উত্তর দিল না। বার বার জিজ্ঞাসা করায় বলল, "কাজ করছি।"

"এত কাজ কর কেন?"

"কারণ আমাকে মানুষ হ'তে হবে। তোমার মত লোফার হয়ে থাকলে চলবে না। বাবা একা-একা কত খাটবেন?"

হঠাৎ লোফারের মনে পড়ে গেল, তাই তো বাবার ওপর সে কত অবিচার করেছে। সারাদিন বাবা হাসিমুখে পরিশ্রম করেন তাদের সুখে রাখবার আশায়। সেই বাবার বিষয়ে বন্ধুদের সঙ্গে কত কি

কাল আলোচনা করেছে। পিসীর কাছে বাবার নামে যা-তা বলেছে। তাই তার এই শাস্তি।

আজ সে স্নান না করলে, না খেলে, স্কুলে না গেলেও কেউ কিছু বলবে না। বাবা আজ তাকে নিয়ে যাবেন না। যে স্কুল পালাতে পারলে লোফার কিছু চাইত না, দেরি করে যাবার মতলব খুঁজে বেড়াত, আজ ভাল মানুষের মত ঠিক সময়ে সে-ই স্কুলে রওনা হ'ল। বাড়ী বাধা তুলে নিয়ে দুষ্টুবুদ্ধিতে তার রুচি ঘুচিয়ে দিয়েছে। কারুর আসে যায় না সে ভাল কি মন্দ হোক। লোফারের মনে ভারি আঘাত লাগল।

মনমরা ভাবে সে স্কুলে যেয়ে নূতন চোখ মেলে সবাইকে লক্ষ্য করে যেতে লাগল। যে-যার পড়াশোনা, কাজকর্ম করে চলেছে। তার মত নিছক হুড়োহুড়িতে সময় কাটানোর পথ কারুর নেই। আর তার বন্ধুগুলি বা প্রতিবেশী ছেলেরাও কি তারই মত ওঁচা? অথবা সে নিজেই তাদের খারাপ করেছে।

ছেলেরা স্কুল ছাড়া আরও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়ে একসঙ্গে খেলাধুলো, অভিনয়, ব্যায়াম, ছবি-আঁকা, গল্পলেখা, হাতের কাজশেখা ইত্যাদি ব্যাপারে দক্ষ হয়ে উঠছে। কে কত কাজ করবে, কে নূতন কি শিখবে সেই চেষ্টায় তারা ব্যস্ত। তারা নূতন পৃথিবীর ছেলে, লোফার শুধু তার পুরোনো দুষ্টুমি নিয়ে তার জগতে একা পড়ে আছে।

কতকগুলি ছেলে নানা শিশু-প্রতিষ্ঠানের সভ্য। তাদের লোফার জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, তোমরা যে এত কাজ কর, এত জিনিস শেখ, কেন বলো তো?"

তারা অবাক হয়ে বললে, "লোকে যে ভাল বলবে।"

"লোকে ভাল বললে লাভ কি?"

"বা রে, নইলে লোকে ভালবাসবে কেন? সেটাই তো সব।"

এতক্ষণে লোফারের মনে হ'ল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কথাটি ওর কানে পৌঁছে গেল—ভালবাসাই সব। ,

ভালবাসার জন্য, ভালবাসা পাবার জন্য সকলের আকুলতা। সে তো সকলের ভালবাসাই চেয়ে এসেছে। আগাগোড়া তার সমস্ত কাজের পেছনে আছে ওই ইচ্ছা, তার দুষ্টুমির পেছনে। সে বুঝতে পারে নি।

চিড়িয়াখানায় চন্দনকে হাঁস দেবার ইচ্ছা তার হয়েছিল ভালবাসার জন্য। কেকের বাক্স বাঁচিয়ে চিলের আঁচড় খেয়েছিল লোকে ভাল বলবে বলে। টমিকে ভালোবেসে হুলোকে মেরেছে সে। বাবার টাকা বাঁচাতে লটারি খেলেছে। পিসীর মনের কষ্ট বাঁচাতে কত মিথ্যা বলেছে। সত্যিই তো তার দুষ্টুমি সে লুকিয়ে রাখত শুধু কি ভয়ে? তা নয়, সে চাইত লোকে তাকে ভাল বলে। তার দুষ্টুমি জেনে ঘেন্না না করে তাকে। লোককে জানতে চাইত সে ভালবাসার জন্য। তাইতো পিসীকে চোখে চোখে রাখত সে, ডিম এনেছিল ওঁকে খুশী করতে। সরস্বতীর মাথা ভেঙেছিল লোকের চোখে নিজেদের অভাব ঢাকতে যেয়ে। কিন্তু তারা যদি ভাল হ'ত তা'হলে লোকে তাদের আপনা থেকে সাহায্য করত। সরস্বতী পুজোয় ফুলফল না বলে নিতে হ'ত না।

এখন কি করা যায়? বাড়ীর লোক তাকে ঘেন্না করছে। তার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে। অবুও আর তার কাছে আসছে না। হয়তো ওর বাড়ীর বারণ। এখন করা যায় কি?

ছেলেদের সে জিজ্ঞাসা করল, "ভাই, আমিও যদি ভাল হ'তে চাই, আমায় নেবে তো? আমার যে সর্বদা দুষ্টুমি করতে ইচ্ছা হয়।"

তারা সমস্বরে বলে উঠল, "আমাদের গুরু বলেছেন যে, মাথাটা ভাল দিকে না চালালেই ছেলে বয়ে যায়! ওঁর কাছে নিয়ে যাবো

তোমাকে। তোমার সাহস আছে, জোর আছে। তিনি নিশ্চয় তোমাকে একটা ভাল পথে চালিয়ে দেবেন। দেখো, তখন তোমাকে কেউ দুষ্টু ছেলে বলবে না—সোনা-মানিক বলবে।”

এতক্ষণে লোফার যেন কূল দেখতে পেল। বাড়ীর পথে ছুটির পরে যেতে যেতে সে ভাবল, আজ থেকেই নূতন পাতা খোলা যাক। আর লোফারী নয়, পথে-ঘটে বাজে ঘোরা নয়, এবার থেকে সোনামণি না হোক, সে খোকনমণি হবে। জগতের শিশুমণির মধ্যে একটি মণি।

আজ আকাশটা কি সুন্দর নীল, বাতাসে প্রাণের আনন্দ ভেসে বেড়াচ্ছে! সবুজ ঝোপের পাশে ওটা কি? ডানাভাঙা প্রজাপতি একটা।

অভ্যাসমত খোকন একটা ঢিল কুড়িয়ে সোনালী প্রজাপতিকে তাক করল। কিন্তু, হাতের ঢিল খসে পড়ল তার। কি সুন্দর পোকাটা! সুন্দরকে নষ্ট করা উচিত নয়।

আকাশে-বাতাসে ভালবাসার সুর বেজে উঠেছে। খোকন নীচু হয়ে প্রজাপতিটাকে ধীরে ধীরে তুলে নিল। পথের পাশে লোকের পায়ে চাপা পড়বে যে। ওই সুন্দর সাদা ফুলটার বুকে সুন্দর সোনালী প্রজাপতিটাকে বসিয়ে দিয়ে তবে পথ চলবে সে।